
রাখালী
জসীমউদ্দীন

রাখালী

জসীম উদ্‌দীন

—প্রকাশক—
আবদুল মজিদ
৩৫ নং দেওয়ান বাজার, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ—১৩৩৭ সন

মূল্য ১৲ টাকা।

রাখালী

এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো,
মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো।
রান্‌তে ব'সে, জল আনিতে, সকল কাজেই হাসি যে তার,
এই নিয়ে সে অনেক বারই মায়ের কাছে খেয়েছে মার।
সান্‌ করিয়া ভিজে চুলে কাঁখে ভরা ঘড়ার ভারে
মুখের হাসি দ্বিগুণ ছোটে কোন মতেই থাম্‌তে নারে।
এই মেয়েটি এম্‌নি ছিল যাহার সাথেই হ'ত দেখা
তাহার মুখেই এক নিমেষে ছড়িয়ে যেত হাসির রেখা।
মা বলিত, বড়ু রে তুই মিছি মিছি হাসিস্‌ বড়,
এ শুনেও সারা গা তার হাসির চোটে নড় নড়!
মুখখানি তার কাঁচা কাঁচা, না সে সোনার না সে আবীর,
না সে করুণ সাঁঝের গাঙে আধ-আলো রঙীন রবির!

কেমন যেন গাল দু'খানি মাঝে রাঙা ঠোঁট্‌টি তাহার,
মাঠে-ফোটা কলমি ফুলে কতটা তার খেলে বাহার।
গালটি তাহার এমন পাতল ফুঁয়েই যেন যাবে উড়ে
দু একটি চুল এলিয়ে পড়ে মাথার সাথে রাখ্‌ছে ধ'রে।
সাঁঝ সকালে এ-ঘর ও-ঘর ফির্‌ত যখন হেসে খেলে!
মনে হ'ত ঢেউয়ের জলে ফুল্‌টিরে কে গেছে ফেলে!

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে ও-পথ দিয়ে চল্‌তে ধীরে
ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেল কলসীটিরে।
দোষ কি তাহার? ওই মেয়েটি মিছি মিছি এমনি হাসে,
গাঁয়ের রাখাল!—অমন রূপে কেম্‌নে রাখে পরাণটা সে?
এ পথ দিয়ে চল্‌তে তাহার কোঁচার হুড়ুম যায় যে পড়ে,
ওই মেয়েটি কাছে এলে আঁচলে তার দেয় সে ভ'রে।
মাঠের হেলের 'নাস্তা' নিতে হুঁকোর আগুন নিবে যে যায়
পথ ভুলে কি যায় সে ওগো, ওই মেয়েটি রান্‌ছে যেথায়?
'নীড়ের' ক্ষেতে বারে বারে তেষ্টাতে প্রাণ যায় যে ছাড়ি
ভর্‌-দুপুরে আসে কেবল জল খেতে তাই ওদের বাড়ী।
ফেরার পথে ভুলেই সে যে আমের আঁটীর বাঁশীটিরে
ওদের ঘরের দাওয়ায় ফেলে মাঠের পানে যায় গো ফিরে।
ওই মেয়েটি বাজিয়ে তারে ফুটিয়ে তোলে গানের ব্যথা,
রাঙা মুখের চুমোয় চুমোয় বাজে সেথায় কিসের কথা!
এমনি করে দিনে দিনে লোক-লোচনের আড়াল দিয়া
গেঁয়ো স্নেহের নানান ছলে পড়্‌ল বাঁধা দুইটি হিয়া।

সাঁঝের বেলা ওই মেয়েটি চলত যখন গাঙের ঘাটে
ওই ছেলেটির ঘাসের বোঝা লাগ্‌ত ভারি ওদের বাটে
মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলে গামছা দিয়ে লইত বাতাস
ওই মেয়েটির জল-ভরনে ভাস্‌ত ঢেউয়ে রূপের উছাস।
চেয়ে চেয়ে তাহার পানে বল্‌ত যেন মনে মনে
"জল ভর লো সোনার মেয়ে, হবে আমার বিয়ের ক'নে ?
কলমী ফুলের নোলক দেব, হিজল ফুলের দেব মালা,
মেঠো বাঁশী বাজিয়ে তোমায় ঘুম পাড়াব, গাঁয়ের বালা,
বাঁশের কচি পাতা দিয়ে গড়িয়ে দেব নথটি নাকের
সোনালতায় গড়্‌ব বালা তোমার দুখান সোনা হাতের।
ওই না গাঁয়ের একটি পাশে ছোট্ট বেঁধে কুটীরখানি
মেঝেয় তাহার ছড়িয়ে দেব শর্ষে ফুলের পাপড়ি আনি'
কাজলতলার হাটে গিয়ে আন্‌ব কিনে পাটের শাড়ী
ওগো বালা, গাঁয়ের বালা, যাবে তুমি আমার বাড়ী ?"
এই রূপেতে কত কথাই আস্‌ত তাহার ছোট্ট মনে,
ওই মেয়েটী কলসী ভ'রে ফির্‌ত ঘরে তত্‌ক্ষণে।
রূপের ভার আর বইতে নারে কাঁখখানি তার এলিয়ে পড়ে
কোনোরূপে চল্‌ছে ধীরি মাটীর ঘড়া জড়িয়ে ধ'রে।
রাখাল ভাবে কলসখানি না থাক্‌লে ভার সরু কাঁখে
রূপের ভারেই হয় ত বালা পড়্‌ত ভেঙে পথের বাঁকে।

গাঙেরি জল ছল ছল বাহুর বাঁধন সে কি মানে
কলস ঘিরি উঠ্‌ছে দুলি' গেঁয়ো বালার রূপের টানে।
মনে মনে রাখাল ভাবে গাঁয়ের মেয়ে সোনার মেয়ে
তোমার কালো কেশের মত রাতের আঁধার এল ছেয়ে।
তুমি যদি বল আমায় এগিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারি
কলাপাতার আঁধার-ঘেরা ওই যে ছোট তোমার বাড়ী।
রাঙা দু'খান্ পা ফেলে যাও এই যে তুমি কঠিন পথে
পথের কাটা কত কিছু ফুট্‌তে পারে কোন মতে।
এই যে বাতাস—উতল বাতাস উড়িয়ে নিল বুকের বসন
কতখন আর রূপের লহর তোমার মাঝে রইবে গোপন!
যদিও তোমার পায়ের খাড়ু যায় বা খুলে পথের মাঝে
অমন রূপের মোহন গানে সাঁঝের আকাশ সাজবে না যে!
আহা আহা সোনার মেয়ে একা একা পথে চল,
ব্যথায় ব্যথায় আমার চোখে জল যে ঝরে ছল ছল।
এমনিতর কত কথায় সাঁঝের আকাশ হ'ত রাঙা
কখন্ হলুদ আধ-হলুদ আধ'-আবীর মেঘে ভাঙা!
তার পরেতে আস্‌ত আঁধার ধানের ক্ষেতে বনের বুকে
ঘাসের বোঝা মাথায় লয়ে ফির্‌ত রাখাল ঘরের মুখে।

সেদিন রাখাল শুন্‌ল পথে সেই মেয়েটির হবে বিয়ে
আস্‌বে কালি 'নওসা' তাহার ফুল-পাগ্‌ড়ী মাথায় দিয়ে।
আজকে তাহার 'হল্‌দি কোটা' বিয়ের গানে ভরা বাড়ী
মেয়ে-গলার করুণ গানে কে দেয় তাহার পরাণ ফাড়ি'।

সারা গায়ে হলুদ মেখে সেই মেয়েটি কর্‌ছিল সান্‌
কাঁচা সোনা ঢেলে যেন রাঙিয়ে দেছে তাহার গা'খান্‌!
চেয়ে তাহার মুখের পানে রাখাল ছেলের বুকভেঙে যায়,
আহা! আহা! হলুদ-মেয়ে কেমন ক'রে ভুল্‌লে আমায়?
সারা বাড়ী খুশীর তুফান – কেউ ভাবে না তাহার লাগি',
মুখটি তাহার সাদা যেন খুনী মোকদ্দমার দাগী।
অপরাধীর মতন সে যে পালিয়ে এল আপন ঘরে
সারাটা রাত মর্‌ল ঝুরে কি ব্যথা সে চক্ষে ধরে!

বিয়ের ক'নে চল্‌ছে আজি শ্বশুর-বাড়ী পাল্‌কি চ'ড়ে
চলছে সাথে গাঁয়ের মোড়ল বন্ধু ভাই-এর কাঁধটি ধ'রে!
সারাটাদিন বিয়ে বাড়ী ছিল যত কল-কোলাহল
গাঁয়ের পথে মূর্ত্তি ধ'রে তারাই যেন চল্‌ছে সকল।
কেউ বলিছে, মেয়ের বাপে খাওয়াল আজ কেমন কেমন,
ছেলের বাপের বিত্তি বেসাৎ আছে নি ভাই তেমন তেমন?
মেয়ে-জামাই মিল্‌ছে যেন চাঁদে চাঁদে চাঁদের মেলা
সূর্য্য যেমন বইছে পাটে ফাগছড়ান সাঁঝের বেলা।
এমনি ক'রে কত কথাই কত জনের মনে আসে
আশ্বিনেতে যেমনিতর পানার বহর গাঙে ভাসে!
হায় রে আজি এই আনন্দ যারে লয়ে এই যে হাসি
দেখ্‌ল না কেউ সেই মেয়েটির চোখ দুটি যায় ব্যথায় ভাসি।
খুঁজল না কেউ গাঁয়ের রাখাল একলা কাঁদে কাহার লাগি
বিজন রাতের প্রহর থাকে তাহার সাথে ব্যথায় জাগি।

সেই মেয়েটির চলা-পথে সেই মেয়েটির গাঙের ঘাটে
একলা রাখাল বাজায় বাঁশী ব্যথায় ভরা গাঁয়ের বাটে।
গভীর রাতে ভাটীর সুরে বাঁশী তাহার ফেরে উদাস
তারি সাথে কেঁপে কেঁপে কাঁদে রাতের কালো বাতাস ;
করুণ করুণ—অতি করুণ বুকখানি তার উতল করে,
ফেরে বাঁশীর ডাকটি ধীরে ঘুমো গাঁয়ের ঘরে ঘরে।

"কোথায় জাগো বিরহিনী ত্যাজি বিরল কুটিরখানি,
বাঁশীর ভরে এস এস ব্যথায় ব্যথায় পরাণ হানি।
শোন শোন দশা আমার গহন রাতের গলা ধরি'
তোমার তরে ও নিদয়া, একা একা কেঁদে মরি।
এই যে জমাট রাতের আঁধার আমার বাঁশী কাটি' তারে
কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, কেঁদে মরে বারে বারে।"

ডাকছাড়া তার কান্না শুনি একলা নিশা সইতে নারে,
আঁধার দিয়ে জড়িয়ে ধরে হাওয়ায় দোলায় ব্যথার ভারে।
তাহার ব্যথা কে শুনিবে ? এই দুনিয়ার মানুষ যত
তাহার মত, ছেলেবেলার থাক্‌তে পারে বুকের ক্ষত।
তাদের ব্যথার একটু পরশ যদিই বাঁশী আন্‌তে পারে
(তারা) রাখালীরও উদাস সুরে গায় যেন গো 'তাইরে নারে।"

সিঁদূরের বেসাতি

(মেয়েলি গানের সুর)

'ও লো সোনার বরণী!
তোমরা সিঁদূর নি নিবারে সজনী।
রাঙা তোমার ঠোঁট রে কন্যা, রাঙা তোমার গাল,
কপালখানি রাঙা নইলে লোকে পাড়ব গাল রে ;—
তোমরা সিঁদূর নি নিবারে সজনী।
সাঁঝের কোলে মেঘ রে তাতে রঙের চূড়া,
সেই মেঘে ঘসিয়া সিন্দুর করছে গুড়া গুড়া।
এই না সিন্দুর পরিয়া নামে আহাশেতে আড়া,
এই সিন্দুরের বেসাতি করতে হইছি ঘরছাড়া!
কাণা হাওয়ায় ঝিলিক মারে কালা ম্যাঘায় ফাড়ি,
তোমার জন্যে আন্‌ছি কন্যা মেঘ-ডম্বুর শাড়ী।
শাড়ীখানি পর' কন্যা সিঁদূরখানি পর'
আঙ্খের পলক দেইখা আমি যাই হাপনার ঘর।'
'থাক থাক বাণিয়ারে নিরালে বসিয়া,
জননীর আগে আমি আসি জিজ্ঞাসিয়া।
—শোন শোন ওহে মা-ধন শুনিয়া ল' তোর কানে,
আমি ত যাব মা-ধন বাণিয়ার দোকানে।
একধামা দাও ধান, আমি কিনিব পুতীর মালা,
আরও ধামা দাও ধান আমি কিনিব হাতের বালা।
বিদেশী বাণিয়া রে, বোঝা তোমার মাথে,
দেখাও দেখি কি কি জিনিষ আছে তোমার সাথে।'
'আমার কাছে সিঁদূর আছে ওই না ভালের শোভা,
তোমার রাঙা ঠোঁটের মত দেখ্‌তে মনলোভা।'
আমরা ত নাহি জানি সিঁদূর কেমনে পরে
আমরা ত দেখিনি সিঁদূর কাহারও ঘরে।'

'সোনার বরণ কন্যারে, দীঘল মাথার ক্যাশ
সিঁদুর পরাইতে পারি যাও যদি মোর দ্যাশ।'
'শোন শোন বাণিয়া রে, কই তোমার আগে,
তোমার না সিঁদূর লইতে কত দাম লাগে?'
'আমার না সিঁদূর লইতে লাগে হাসি মুখ
আমার না সিঁদূর লইতে লাগে খুসী বুক।'
'নিলাম নিলাম সিঁদূর নিলাম হাসি মুখে কিনি,
আরও কি ধন আছে তোমার আমরা নি তা চিনি!'
'আরও আছে হাতের শাঁখা আছে গলার হার,
নাকের বেশর নথও আছে সোনায় বাঁধা তার।'
'আমরা ত নাহি জানি বাণিয়া, শাঁখা বলে কারে,
—দেখি নাই তো নথের শোভা সোনাবান্ধা তারে।'
'সোনার বরণ কন্যা তুমি সোনার হাত পাও,
শাঁখা যদি না পরিলে কিসের সুখ পাও!'
'সাত ভাই-এর সাত বউ সাত নথ নাকে,
পূব-দুয়াইরা বাড়ী মোদের উজল কইরা থাকে।
শোন শোন বাণিয়ারে, কই তোমার আগে,
তোমার ও না নথ ও শাঁখায় কত দাম লাগে?
'আমার না শাঁখা লইতে লাগে হাসি মুখ,
আমার না নথ লইতে লাগে খুসী বুক।'
'নিলাম নিলাম নথও নিলাম নিলাম তোমার শাঁখা,
তোমার কথা বাণিয়া রে হৃদে রইল আঁকা।
ওই বিদেশী বাণিয়া মোরে পাগল কইরা গেছে
আমার মন কাড়িয়া নেছে রে সজনী!
শাঁখা না কিনিতে আমি হাতে বান্ধলাম ডোর,
সিথার সিঁদূর কিনে চক্ষে দেখি ঘোর।
নথ না কিনিয়া আমি পথে কর্‌নু বাসা,
একেলা কাঁদিয়া ফিরি লয়ে তারি আশা।'

কিশোরী।

ওরে দেখে মোর বড় ভাল লাগে রাঙা ভাঙা মুখখানি,
দু'টী ঠোঁটে দেছে সেঁঝো মেঘ-পেশা সিঁদূরের রেখা টানি।
দুইটী গণ্ড ঊষার আকাশে যেন দু'টী মেঘ-লেখা,
প্রথম রবির আব্‌ছা কিরণ সবে এঁকে গেছে রেখা।
কে যেন দু'খানি আয়না ধরিয়া পেতেছে যাদুর ফান,
ভেস্তের আলো পড়িছে ঝরিয়া তাহাতে করিতে সান।
এত কাল বসি' এ ধরার গাঁয়ে রূপ-পিয়াসীর দল
গ'ড়েছিল যত মোহন মূরতি ল'য়ে ব্যথা আঁখি-জল ;—

কত একা রাত বিনিদ্র জাগি' গেঁথেছিল যার মালা,
সে বুঝি এসেছে স্বপ্নের মত বহিয়া রূপের ডালা।
নাসিকার ওই সোনার দেউলে মন্মথ যেন বসি,
নিখিল-ভুলান রূপের মন্ত্র উচ্চারে উচ্ছ্বসি।
অধর-বাঁশরী গাহিছে ফুকারি' মন-হরণের গান,
ওরে দেখে মোর মনেরি যেন বা লেগেছে কিসের টান।
ওকি জানে ব্যথা আমাদেরি মত বাজে ওর বুকে দুখ ?
একথা ভাবিতে বুঝিতে পারিনে কেমন করে যে বুক।

আমার আঁখির সরোবরে ও যে ফুল-কুমুদের পরী,
একাদশী রাতে বাঁকা চাঁদে বসি' বাহিয়া এসেছে তরী।
যে পথে কুঁড়ীরা মেলে পল্লব প্রথম দখিনা বায়,
যে পথে-কোকিল গান ঢেলে দেয় চূত-মুকুলের ছায় ;
সে পথেও সে যে চরণ ফেলেনি আঘাত লাগিবে পাছে,
কেমন করিয়া ভাবিব যে ওর বুকে কোন ব্যথা আছে।
চিকণ ধানের শিশু-শিষে বসি' শিশির যেমন হাসে,
তেমনি ও মোর আঁখির পলকে অশ্রু-শিশিরে ভাসে।

আমার ব্যথার শাঙন-গগনে ও যেন নীপের বালা,
কাজল মেঘের ডাক শুনে শুনে মেলিছে পরাগ-ডালা।
ওর ব্যথা নাই তাই ব্যথা লাগে ওর পানে যারা চায়,
পরাণ হইতে পরাণ পলায়ে দু'পায়ে জড়াতে চায়।
বাহুখানি ওর মৃণালও ত নয় তড়িত-লতাও নয়,
কচি কুল-পাতে সোনা-লতা কি গো অমনি জড়ায়ে রয়!
কে যেন গোপনে মোহ গলাইয়া স্বপনের সাথে পিষে
অতসী ফুলেতে মাখিয়া গেঁথেছে নতুন যবের শিষে ;—

দু'টী বাহু বেড়ি' আধো-গাঁথা যেন দুলিছে দু'খানি মালা,
কাহারো গলায় পরায় নি আজো আদরিয়া লাজে বালা।
এত রূপ ওর অধরে নয়নে সারা গায়ে ঝলমল,
সোনালী মেঘের তরীখানি বুঝি সেঁঝো গাঙে টলমল।
ও যেন কাঁখেতে পল্লীবালার সোনার কলসীখানি
কানায় কানায় ছলছল জল করিতেছে কানাকানি।
অঙ্গে অঙ্গে সাঁঝের কিরণ ঝলকে নানান্ ছলে,
কোথাও সোনালী কোথায় রূপালী কোথা বা সিঁদুর গলে।

কিশোরী

নীল শাড়ীখানি দুলিছে লীলায় ঢাকিয়া সোনার দেহ,
রহিয়া রহিয়া চমকে বিজলী ভাঙিতে মেঘের গেহ।
এত রূপ হায় এত সুন্দর এত সকরুণ কায়া, —
কাঞ্চন-গিরি পেয়েছে যেন গো রঙীন সাঁঝের ছায়া।
পাষাণ কাটিয়া কে দেছে গড়িয়া অমন মোহন ছবি,
কত কাল বসি' করিয়াছে ধ্যান সেই অমরার কবি।
সাঁঝের সিঁদুর ঘসিয়া ঘসিয়া অধর করেছে রাঙা,
গোলাব ফুলের পল্লব-ঘায়ে দু'টী ঠোঁট যেন ভাঙা।

মনের মতন গড়িয়া তাহারে দিয়েছে ফুলের প্রাণ,
কদম্ব-কুঁড়ী সবে ছুঁয়ে গেছে পাটল মেঘের বান।
এখনও তাহার মেলেনি পরাগ, এই সবে দেছে দোলা,
বক্ষের পুটে গোপন-গন্ধ এখনও পায়নি খোলা।
ওর কাছে কেউ যেয়ো না তোমরা ছুঁয়ো না উহারে কেহ,
দূর হ'তে আজি দেখে যাও সবে রূপ-দেবতার গেহ।
এ ধরার যত বেদনা মোদের কত যে দিয়েছে দাগা,
কত কাল-রাতে কাঁদিয়া কাটিয়া হইয়াছে একা জাগা।

সে সব উহারে জানিয়ো না কেহ গেয়ো না বিষাদ-গান,
ও কি অত ভাই সহিবারে পারে ? ওর যে ফুলের প্রাণ !
কেউ কহিও না ভালবাসা ও যে নাহি জানে তার দুখ,
দিবে কি পরাণ ? কেমনে সহিবে—এতটুকু ওর বুক !
ফিরে নিয়ে যাও কে এনেছ মালা ? এনেছ বরণ-ডালা ?
ফুলেরও আঘাত লাগে যদি গায় কেমনে সহিবে বালা।
শুধু ছুঁয়ে যাবে ? অলক-গুচ্ছে গুঁজে দেবে দু'টি ফুল ?
ফুল ত শুকায় ! তখন কি হবে ? ভুল ! ভুল ! সব ভুল !

শুধু ওতোমায় স্মরণে রাখিবে এইটুকু তুমি চাও!
এত বড় আশা! হায় রে পাগল! ফুলেতে ছুঁয়াবে পাও।
ফিরে যাও সবে—দূর হ'তে নয় দেখে যাওহাসি-মুখ,
ব্যথা যদি থাকে,—তাও নিয়ে যাও,—ভেঙে যায় যাক্ বুক।
ব্যথা জুড়াইবে যাহারে ছুইয়া সে যে বেদনার ঘায়
ফুলের পরাণ রাখিতে পারে না, হায় রে অভাগা হায়!
তারে নিয়ে যাবে আপনার ঘরে? করিবে কি পাট-রাণী?
মালা গেঁথে তারে পরিবে গলায়? জানি জানি সব জানি!

এত কাল বসি' ভোগের সমিধে জ্বেলেছ ক্ষুধার হোম,
উত্তাপে তার কত দেয়ালীর গলিয়া প'ড়েছে মোম।
কত ফুল ভেঙে গলায় পরেছ শুকায়েছে দুই দিনে,
হাসি হাসি হেন কত সোনা-মুখ সোনায় লয়েছ কিনে।
সাধ ত মিটেছে, এই বার তবে ফিরে যাও সবে ঘরে,
ওরে শুধু আজ রেখে যাও হেথা ফুটে থাক্ অনাদরে।
বাগানেই কি গো ফুলের জনম? বনে কি হাসে না ফুল!
আপনি ফুটিয়া আপনি ঝরিবে—হয় যদি হোক ভুল!

আদর করিয়া না গাঁথুক মালা না পরুক কেহ গলে,
তবু সেথা ওরে ফুটিবারে দাও পল্লব-শতদলে।
হাসির মতন চলুক ও পথে আপনার মনে হাসি,
দুই খানি বাহু দুলায়ে দুলায়ে স্বপনে ও যাক ভাসি।
ভালবাস ওরে?—তাই যদি হয় কর তবে মোনাজাত,
উহারে আশিস্ করিও আজিকে হে খোদা জগৎ-নাথ!
ফুলেরা ফুটিয়া দু'দিনে শুকায়, সোনা-মুখ হয় কালো,
রাত-বুড়ী আসি ফুঁদিয়া নিবায় সোনালী সাঁঝের আলো।

এই নির্ম্মম দুনিয়ার মাঝে এই টুকু কর দান—
ফুলের মতন ফুটে থাক্ ওর চিরদিন ছোট প্রাণ!
কহিও তাহারে, হে নিঠুর! করিলাম তবে ক্ষমা,—
এই ধরণীর কবরে তোমার অপরাধ যত জমা।
কত হাসি-মুখ করিয়াছ চুরি মাটীর প্রাসাদপুরে,
মার কোল হ'তে বাছারে ছিনায়ে নিয়ে গেছ কোন্ দূরে!
বিরহী নারীর কপাল হইতে সিঁদুর ল'য়েছ কেড়ে,
হে নিঠুর সেই অপরাধ হ'তে দিলাম তোমারে ছেড়ে।
শুধু ক'য়ে যাও—আজিকে হইতে এই সুন্দর বালা
অনন্ত কাল সাজায়ে রাখিবে এমনি রূপের ডালা।



বৈদেশী বন্ধু

(গান—বারমাসির সুর)

যাওরে বৈদেশী বন্ধু যাও হাপন ঘরে,
অভাগী অবলার কথা রাইখ মনে করে।
তোমার দেশেতে বন্ধু ফুটবে কদম কলি,
আমার দেশে কাজলা মেঘ নামবে ঢলি ঢলি।
সেই না কাজইল্যা মেঘা ঝরে রয়া রয়া,
বিজলীর আগুণ তাতে পড়ে খয়া খয়া।
সেই আগুণ লাগিবো আমার বুকের বসনে,
সেই আগুণ লাগিবো আমার বে-ঘুম শয়নে।
আপন দেশে যাওরে বন্ধু আপনার ঘর,
দেখিবা আপন জন পরবাস অন্তর।
মায়েতে মুছাবে মুখ বুকের বসন দিয়া,
বইনে ত করবো বাতাস আবের পাখা নিয়া।
মায়ে না বসায়ে তোমায় কোলের উপর,
নিরালে জিগাইব কত পরবাসের খবর।
মায়ের না আগেরে বন্ধু, বইনের না আগে,
কইও এ অভাগীর কথা যদি মনে লাগে।
মা বুনের আদরে বন্ধু থাকবা যখন ঘরে,
অভাগী অবলার কথা দেইখ মনে করে।

বৈদেশী বন্ধু

ভাবিও তোমার মায়ে যে যত্তন করে
তেমনি যত্তন কান্দে বৈদেশ নগরে।
আপনার ভাইএ বইনে যে আদর করে
তেমনি আদর আছে বেগানার ও ঘরে।
ঘরেতে আছে তোমার ধর্ম্ম সোদ্দের বোন,
তোমার উপর দাবী তাহার জানে সর্ব্বজন।
মায়েরও আছে দাবী, বুকের দুধ দিয়া
তোমারে মানুষ করল কত না করিয়া।
আমি যে বেগানা নারী কোন দাবী নাই
সেই দুস্কে মরিরে বন্ধু কুল নাহি পাই।
বৈদেশী পৈড়াত তুমি টাকায় খাটো জন
তারে আজ কি দাম দিলা যার নিলা মন।
আমার দেশে ধান কাটিতে মন কাটিয়া গেলে
ধানের দামই নিয়ে গেলে মনের দামটা ফেলে।
সেই না ধানের খেতে আবার ঐব ধান
শাওইনা পানীতে ভাসপো কাজইলা আসমান।
আমারো মনেরে বন্ধু শুধই চত্রিক মাস
দুপুইরা আসমান ছাড়ে আগুণীর শ্বাস।
সেই না আসমানের তলে বাজ ডাকে রয়া
কেমনে গোয়াইব কাল মোরে যাও কয়া।

রাখাল ছেলে

“রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, বারেক ফিরে চাও,
বাঁকা গাঁয়ের পথটী বেয়ে কোথায় চ’লে যাও ?”

“ওই যে দেখ নীল-নোয়ান সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর, শিশির ধোয়ায় পা,
সেথায় আছে ছোট্ট কুটীর সোণার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবীর-রঙে নাওয়া.
সেই ঘরেতে এক্‌লা ব’সে ডাক্‌ছে আমার মা—
সেথায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড় না।”

রাখাল ছেলে

"রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, আবার কোথা ধাও,
পূব আকাশে ছাড়ল সবে রঙীন মেঘের নাও।"

"ঘুম হ'তে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে কর্‌তে খেলা প্রভাত হাওয়া, ভাই,
শর্‌ষে ফুলের পাপড়ি নাড়ি' ডাক্‌ছে মোরে তাই।
চল্‌তে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দু'খান পা—
বল্‌ছে যেন, 'গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা!'
সারা মাঠের ডাক এসেছে খেল্‌তে হবে ভাই,
সাঁঝের বেলা কইব কথা এখন তবে যাই!"

"রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, সারাটা দিন খেলা,
এযে বড় বাড়াবাড়ি, কাজ আছে যে মেলা।"

"কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙল দিয়ে খেলি,
নিড়িয়ে দেই ধানের ক্ষেতের সবুজ রঙের চেলী।
শর্‌ষে বালা নুইয়ে গলা হল্‌দে হাওয়ার সুখে
মটর বোনের ঘোমটা খু'লে চুম্ দিয়ে যায় মুখে।
ঝাউএর ঝাড়ে বাজায় বাঁশী পউষ-পাগল বুড়ী,—
আমরা সেথা চষ্‌তে লাঙল মুর্শীদা গান জুড়ি।"
খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা লাঙল চষা,
সারাটা দিন খেল্‌তে পারি, জানিইনেক বসা।"

কবর

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালীম গাছের তলে,
তিরীশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে !
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙ্গে গেল ব'লে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ী ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা !
সোনালী ঊষায় সোনামুখ তার আমার নয়ন ভরি'
লাঙল লইয়া ক্ষেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ওপথ ধরি।

যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত,
এ কথা লইয়া ভাবী-সা'ব মোরে তামাসা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে,
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।
বাপের বাড়ীতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা,
"আমাকে দেখিতে যাইও কিন্তু উজানতলীর গাঁ।
শাপ্‌লার হাটে তরমুজ বেচী দু'পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতীর মালার একছড়া নিতে কখনও হ'ত না দেরী।

দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুর বাড়ীর বাটে !
হেস না হেস না—শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদী যে তোমার কত খুশী হ'ত দেখিতিস যদি চেয়ে !
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, "এতদিন পরে এলে,
পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখি জলে।"

আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে র'য়েছে নিঝ্ঝুম নিরালায় !
হাত জোড় ক'রে দোয়া মাঙ দাদু, "আয় খোদা দয়াময়,
আমার দাদীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।"

তারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি'
গণিয়া গণিয়া ভুল ক'রে গুণি সারাদিন রাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটীর তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটীরে আমি যে বড় ভালবাসি মাটীতে লাগায়ে বুক
আয়—আয় দাদু গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

এইখানে তোর বাপ্‌জী ঘুমায়ে, এইখানে তোর মা,
কাঁদিছিস্ তুই ? কি করিব দাদু পরাণ যে মানে না।
সেই ফাল্গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
বা-জান্, আমার শরীর আজিকে কি যে করে থাকি থাকি।
ঘরের মেঝেতে সপ্‌টি বিছায়ে কহিলাম—বাছা শোও,
সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে ব'য়ে,
তুমি যে কহিলা—বা-জানরে মোর কোথা যাও দাদু লয়ে ?
তোমার কথার উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে।
তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি,—

গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝ'রে,
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো মাঠখানি ভ'রে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি'
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি'।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাদিত তোমার মা,
চোখের জলের গোরস্থানেতে ব্যথিয়ে সকল গাঁ।

উদাসিনী সেই পল্লীবালার নয়নের জল বুঝি
কবর দেশের আন্ধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি'।
তাই জীবনের, প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল,—বাছারে, যাই,
বড় ব্যথা রো'লো দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই ;
দুলাল আমার যাদুরে আমার লক্ষী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা, ছাড়িয়া যাইতে তোরে !
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গণ্ড ভিজায়ে নয়ন-জলে,
কি জানি আশীষ ক'রে গেল তোরে মরণ-ব্যথার ছলে।

ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল—আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার 'মাথাল' খানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।
সেই সে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটীর সনে,
পরাণের ব্যথা মরে নাক সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড় মাণিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরুছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে প'ড়েছে গায়।

জোনাকী মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো,
ঝিঁ ঝিঁ রা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় ক'রে দোয়া মাঙ দাদু, "রহমান খোদা আয়,
ভেস্ত নাজেল করিও আজিকে আমার বাপে ও মায়!"

এইখানে তোর বু-জী'র কবর, পরীর মতন মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিনু কাজীদের ঘরে বনীয়াদী ঘর পেয়ে।
এত আদরের বু-জী'রে তাহারা ভালবাসিত না মোটে,
হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।
খবরের পর খবর পাঠাত দাদু যেন কাল এসে,
দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ীর দেশে।
শ্বশুর তাহার কশাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে,
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।
সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে, ফোটে না হেথায় হাসি,
কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি'।
বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন,
কে জানিত হায়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণ-বীণ!
কি জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে,
এইখানে তারে কবর দিয়েছি দেখে যাও দাদু ধীরে।

* * * *

ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো,
কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাস্‌গুলি কালো।
বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন,
পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীণ।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু—"আয় খোদা দয়াময়,
আমার বু-জী'র তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।"

* * * *

হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু সাত বছরের মেয়ে
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে।
ছোট বয়সেই মায়েরে হারায়ে কি জানি ভাবিত সদা,
অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত্ কত ব্যথা
ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে,
তোমার দাদীর ছবিখানি মোর হৃদয় রহিত ছেয়ে।
বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা
সাঁঝের আকাশ কালো করে দিত চারিটি চোখের ধারা।
একদিন গেনু গাজ্‌নার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে,
ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে।
সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমন আছে,
কি জানি সাপের দংশন খেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে।
আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি'
দাদু ধর ধর বুক ফেটে যায় আর বুঝি নাহি পারি।
এইখানে এই কবরের পাশে আরও কাছে আয় দাদু,
কথা ক'স্‌নাক জাগিয়া উঠিবে ঘুম-ভোলা মোর যাদু।
আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখ্‌ দেখি কঠিন মাটীর তলে
দীনদুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে!

* * *

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে,
অমনি করিয়া লোটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ লাগে।
মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর?
জোড়হাতে দাদু মোনাজাত কর, "আয়্‌ খোদা রহমান,
ভেস্তে নাজেল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত-প্রাণ!"

মা

গুটি তিন চার ছেলে

তাহাদের সনে আলাপ হইল সেবার সহরে গেলে।
পথের আলাপ ঘরের আলাপে ক্রমে হ'ল পরিণত
কি করে হইল কেমনে হইল বলিব না অত শত।
ভাই বোনে তারা ছয় সাত জনে এর বড় ওর বড়,
আকাশ হইতে তারা ফুল গুলো হেসে হ'ল কাছে জড়।
কারও আঁখি দুটী দুষ্টামিভরা, ঘোষেদের বাড়ী থেকে
ডাঁসা কুলগুলো পেড়ে এলো যেন দূর হ'তে চিল হেঁকে।
কারও বা চেহারা নাদীরের মত, যেন কোন রাজধানী
এই মাত্র সে ভাঙিয়া এসেছে হেন মুখে ভাব খানি।
কেউ ছোট খাটো তৈমুর যেন কেউ ডাকাতের চেলা
ইহাদের সাথে কালাপাহাড়েরা চুপি করে যায় খেলা!
এবাড়ীতে যত ভাঙা আসবাব আয়না বাসন যত
তাহাতে এদের কীর্ত্তি-কাহিনী লেখা আছে অক্ষত।

এত বড় এই ডাকাতের দলে আমি একা গেঁয়ো কবি
একে একে ওরা ছিনাইয়া নিল যাহা ছিল মোর সবি।
নোট বুক, পেন, নস্যের শিশি, রুমাল ও পেনসীল
যার মত যেবা টানিয়া লইল করি মহাকিলবিল।
যা ছিল এবার শূন্য আমার, তবু কি উহারা ছাড়ে?
সেয়ানা ডাকাত পকেট ধরিয়া মহা কলরবে নাড়ে।
আমি বলি, ওরে কিছু নেই আর, ছাড় ছাড় তোরা ছাড়!
হেন কালে হ'ল পকেট হইতে গল্পের ঝুলি বার।

আমারি পকেট মোর সাথে চলে চলন্ত ট্রেজারী
কোথা নোট বুক কোথা পেন থাকে আমি জানি সব তারি।
সম্পত্তি যা জমায়েছি হোথা স্থাবর ও অস্থাবর
চুলচেরা তার হিসাব নিকাশ মনে মনে আছে মোর।
আমারি পকেট সাথে সাথে চলে এতদিন পরিচয়
আট ঘাট তার সব জানা মোর, মানিলাম বিস্ময় ;
তারি এক কোণে লুকাইয়াছিল গল্পের ঝুলীখানি,
আমি চিনি নাই ওরা তারিপরে করিল এ রাহাজানি !
যাহোক তখন সেই ঝুলী হ'তে বাহির হইল কত
রাজার কুমার রাজার কুমারী হাওই-ফোটার মত।
বাহির হইল রাজার কন্যা মেঘের বরণ চুল
কুঁচের বরণ গাও খানি তার মুখে মাখা চাঁদফুল।
সেই ঝুলী হ'তে বাহির হইল কিশোর রাজার ছেলে
সোণার খাটেতে চরণ রাখিয়া হীরে খাটে বসে হেলে।
বাহির হইল জঙ্গল ঘেরা রাজার সোনার বাড়ী—
ময়ূরের মত পেখম ধরেছে হাওয়ায় পালক নাড়ি।
উজীর নাজীর রাজকোতয়াল রাজার ফুলের মালী—
মালিনীর মেয়ে মালতী লতিকা ফুল লয়ে খেলে খালি।
একে একে তারা সেই ঝুলি হ'তে বাহির হইয়া এসে
হাজার বছর আগের কাহিনী কহিল কেঁদে ও হেসে।

বরষার গাঙে যেমনি করিয়া নানান দেশের তরী
ভেসে যায় কত দূর দূর দেশে লাল নীল পাল ধরি ;
তারি সাথে ভাসে নানান দেশের নানান সুরের গান
হাওয়ায় ভাসে কি নদীজলে ভাসে নাহি জানি সন্ধান।
এমনি করিয়া কাহিনীর গাঙে নানান দেশের ফুল
ভাসিতে ভাসিতে ভেসে চলে গেল ছুঁয়ে আমাদের কূল।

ভেসে চ'লে গেল 'গংকিনী' সোতে বেহুলা সতীর ভেলা ;
তীরে বসে তার সাত ভাই ডাকে ধরি বালুকার বেলা।
ভেসে চ'লে গেল উজানী নগরে উজানী নদীর পানি
তারি সাথে গেল মদন কুমার মধুমালা সন্ধানী।
কাহিনীর গাঙে ভাসিয়া চলিল হুমরা বেদের টোল
'ঝড়ি' ও বৃষ্টি 'অন্ধিকারে'তে বসিয়া বাজায় ঢোল।
চেকন সুরেতে গান গেয়ে কাঁদে মহুয়া বেদের মেয়ে
কলস তাহার হারায়ে এসেছে জলের ঘাটেতে যেয়ে।
সোতে ভেসে গেল কমলা রাণীর সত্য-দিঘীর জল
তীরে দাঁড়াইয়া হাজার মানুষ—চোখগুলি ছল ছল।
শুকনো দিঘীতে জল বাড়িতেছে মাঝে দাঁড়াইয়া রাণী
যে অঙ্গ ডোবে সে অঙ্গ হ'তে ভূষণ খসায় টানি ;
গলা-জলে রাণী গলার হারটি টানিয়া ছুঁড়িয়া ফেলে
'গুণের' ভাইটি আসে নাকি তার, দেখে দুটি চোখ মেলে।
মাথাজলে রাণী মাথার কেশেরে ভাসাইয়া কাল নীরে
সেই যে ডুবিল, আর উঠিল না, আর আসিল না তীরে !

এমনি করিয়া কতকি উঠিল ভাসিল কাহিনী সোতে,
তারি সাথে এলো নস্যের শিশি ভেসে যেন কোথা হ'তে ;
ভাসিয়া আসিল নোটবুক, পেন আরও দেখি বিস্ময়ে
প্লেট আসিয়াছে নানান রকম খাবার কত কি লয়ে !
মনে মনে কহি, ভাগ্যেস্ ঝুলী ডাকাতের হাতে প'লি
নইলে আজিকে কি ছিল যে ভালে কেমন করিয়া বলি।
যা হোক সে হ'তে ছেলেদের সাথে হ'ল মোর চিনাচিনি
মোরে লয়ে ওরা আপন খেয়ালে খেলাইত ছিনিমিনি।

ভাই বোনে মিলে ওরা সব থাকে, উহাদের সব কিছু
মাটির পুতুল রঙীন খেলনা দেখিলাম পিছু পিছু।

দেখিলাম নাক,—ছোট বড় ওরা খেলার পুতুল যার—
যে মায়ের বুকে ওরা রূপ-কথা, চরণ দুখানি তার।
ওরা যেন সেই গোপন কবির ছন্দের গাঁথাফুল!—
কাব্য পড়িনু, কবি রয়ে গেল চির-না-চেনায় ভুল!
ওরা সুকুমার এখনও শেখেনি হাটের মামুলী বুলী,
উহাদের গায়ে লাগিয়া রয়েছে মায়ের দেশের ধূলি।
সে মায়ের দেশ অজানা রহিল তবুও মনের রথে
মক্কার হাজী ফিরেছি উধাও সে দেশের পথে পথে।

উহাদের বাড়ী, ওরা ভাই বোন আর যত রূপ-কথা
উহাদের ঘরে স্নেহ ও আদর পাইয়াছি যথা যথা;
সব মিলাইয়া সেই জননীর গড়িলাম এক রূপ
বহুবার তারে ধ্যান করিয়াছি লইয়া পূজার ধূপ।
উহাদের মাতা,—যেই দেশ হ'তে এসেছে ফুলের কুঁড়ি
যেই দেশ হ'তে সাঁঝে ভেসে উঠে তারাদের ফুলঝুরী;
ওই কচি শিশু-শতদল যার চরণে ফুটিয়া রয়
সেই মাতা!—তারি দেশখানি যেন কেমনি সে বিস্ময়।
আমাদের এই জানার বাহিরে গোপন গৃহের থেকে
যত জননীর স্নেহ ও আদর ললাটে লয়েছি এঁকে,
তাহাদের সাথে এই জননীরে মিলাইয়া বার বার,
কহিলাম মাগো নিখিল জননি, তোমারে নমস্কার।
সেই মাতা,—তারে হেরিলাম যেন মহিমায় উজ্জ্বল
সারা গায়ে তার নাচিছে হেলায় স্নেহতটিনীর জল;
সেই মাতা—যার করে কঙ্কণ, ভালে সিঁদুরের রেখা
যার মাঝে যিশু, বালকগোপাল স্বপনে দিয়াছে দেখা।
হেরিলাম সেই কল্যাণময়ী করুণার মত ছবি
উহাদের ঘরে লুকায়ে রেখেছে কোন অমরার কবি।

সেই মাতা,—তারে হেরিলাম যেন গৃহ-দেবতায় স্মরি'
শিশুদের তরে আশীষ কুড়ায় সকাল সন্ধ্যা ভরি।
তুলসীর মূলে প্রদীপ রাখিয়া মাটিতে প্রণাম রাখি
ওদের গেহের কল্যাণ-মাগা মাটিতে সে যায় মাখি।
সেই জানকীরে হেরিলাম যেন লব-কুশ কোলে ক'রে
ঋষির আঙীনা করেছে উজল আকাশের চাঁদ ধরে।

* * * *

অনেক দিনের পরে
হেথায় সেথায় ঘুরিতে ফিরিতে গেলাম তাদের ঘরে।
দেখিলাম সেই শিশু-হাসি মুখে নাইক তাদের হাসি,
কোন্ নিষ্ঠুর ছিটাইয়া দেছে কালী সেথা রাশি রাশি।
আমি ত অবাক! ডাকাতের দলে আর কে ডাকাত পড়ি
ওদের ঘরের হাসি গান আর খেলাধূলা নেছে হরি'।
আমি বলি, তোরা হাসিস্‌নে কেন? কি হয়েছে আজ বল্
সবারই অধর বেদনায় ম্লান—চোখগুলি ছলছল্।
উহাদের মাঝে এতটুকু যেবা আধ আধ কথা কয়
সে বলিল, মার অসুখ হয়েছে, কাল সেরে যাবে, নয়?
মায়ের অসুখ! ওদের ঘরের যতদিকে আজ চাই
সবখানে যেন এই কথা আজি লেখা রহিয়াছে তাই।
মায়ের অসুখ, শিশুর কাকলী থামিয়াছে তাই শুনে
ওদের খেলার মাঠেতে কে আজ কাঁটা দেছে গুণে গুণে।
মায়ের অসুখ, লাটাই আজিকে দেয়ালে টাঙান রয়
রাঙা ঘুড়ী আজ উড়িবে না নভে, মন তার ভাল নয়!
মায়ের অসুখ, রূপ-কথা আজ শিশুর রঙীন মুখে
হাসি-অশ্রুর আলপনা আর রচিবে সে কোন সুখে?
মায়ের অসুখ! মায়ের অসুখ!! ঘণ্টা বাজাল কেবা
মাটির পুতুল পায় না আজিকে শিশু জননীর সেবা।

খেলনা আজিকে গড়াগড়ি যায়, সয়ালি ভুলেছে সই
ছোট খোকা ভোরে খোঁজ লয় নাই, বাঁশীটি তাহার কই ?
এক কোণে আমি দাঁড়ায়ে নিঝুম মনে মনে কহি, মাতা !
তোমারে প্রণাম করিতে আমার ভিজিছে চোখের পাতা।
কেমন ভীষণ তোমার বুকেতে জ্বলিছে রোগের চিতা
দেখিয়া নারিনু কাঁদিতে তোমার দুঃখে অপরিচিতা।
তবু যে যাতনা ফুটেছে তাহার এই শিশুদের মুখে
তারি এতটুকু আঁকা র'ল এই অজানা ছেলের বুকে।

সহর ছাড়িয়া আসিয়াছি আজ আমার গাঁয়ের ঘরে ;
যার লাগি যাহা এনেছিনু কিনে তারে তা দিলাম ধ'রে।
রাঙাছবি, বই, পাথরের মালা সবারে দিলাম বাঁটি'
মোর মনে মনে রাখিলাম শুধু প্রবাসের এই মা-টি।
ছেলেদের সাথে গল্প করিতে কত দিন কত বার
অচেনা মা-টির স্নেহ আদরের পাইয়াছি উপহার—
সেই সব কথা অনেক সময় উদয় হইত মনে
সে মায়েরে তাই মিলায়ে নিতাম আমার মায়ের সনে।

সে দিন আমারে চিঠি লিখিয়াছে সে মায়ের বড় ছেলে
"হতভাগা মোরা, জননী গিয়াছে জনমের মত ফেলে।"
আরও লিখিয়াছে, কোজাগর রাতে পূর্ণ চাঁদের ভারে
আকাশ জড়ান জোছনার সীকা ছিঁড়িয়া কনক-হারে
ধরার মেয়েরে হলুদ মাখায়ে হেসে যবে খানখান
পাড়ায় পাড়ায় বধুদের মুখে উলুগান হয়রাণ ;
সেই কালে মাতা গিয়াছে চলিয়া ভালেতে সিঁদুর মাখা
তখনো তাহার ভালে জ্বল্‌ছিল, দুহাতে দুখানি শাঁখা।
আরও লিখিয়াছে আমরা সকলে ছিলাম মায়ের পাশে
আমাদের সবে আশীষ করিয়া গিয়াছে সে পরবাসে।

এচিঠির আমি কি দেব জাবাব, লেখনী থামিয়া আসে
মাটীর প্রদীপ নিবু নিবু করে বাতাসের নিশ্বাসে।
আমি কি লিখিব, লক্ষ্মীমণিরা, তোদের মায়ের কথা ?
এই দূর দেশে আমারো হিয়ায় হানিছে দারুণ ব্যথা।
আমি কি লিখিব, সবার জননী, চিরদিন বাঁচে কবে ?
এমনি মামুলি কথার মালা ত কতজন ডেকে কবে।
যেই মাতা আজ ছেড়ে গেল ওই শিশুর কুলায় ছাড়ি
দারুণ শোকের ঝড়িয়া বাতাস তাহা যে বেড়াবে নাড়ি।
সে-সবও না হয় সহিবে উহারা—ভুলিবে মায়ের কথা,
শিশুর পরাণে মা বলার ক্ষুধা ওরা তা মিটাবে কোথা ?
সরল শিশুরা আজি কাঁদিতেছে মায়ের কথাটি স্মরি
মাকে যা দেখেছে, যা পেয়েছে মার তাই সবে মনে করি।
এ ব্যথা ত ভবে সকলেরই হয় কালের লহরী' পরে
ঘটনার পর ঘটনা চলিছে মরণের গান ক'রে
যাহা ছিল মাতা সেত ইতিহাস অতীতের মেম্হান
একদিন তার গাহিতেই হত বিদায় বেলার গান !
মা যাহা হইত সেই কথা আজো ভাবিতে শেখেনি ওরা
স্মরিয়া ওদের দুকূলে ভাঙেনি ব্যথার পাগলা ঝোরা।

আমি কি লিখিব ? অভাগারা শোন জননী গিয়াছে ছাড়ি
তারি সাথে আজ বহুসুখ বিধি নিয়াছে তোদের কাড়ি
মা গেছে ছাড়িয়া, ছেলে দূর দেশে, রাতের প্রদীপ জ্বালি
অভাগিনী মার কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণের প্রদীপ খালি।
হায় পরবাসী ! যতদূরে যাবি ঘরের বাতিটি আর
পুত্র-স্নেহের সাক্ষ্য হবে না তোর অভাগিনী মার।
মা গেছে ছাড়িয়া ! ওই ছেলেদের বঁধূরা আসিছে ঘরে
আলপনা আঁকা উঠানের পরে রাঙাপাও ধ'রে ধ'রে।

বাড়ীর গৃহিণী ধানদুর্ব্বায় বরণ কুলাটি ধরি
নয়া লক্ষ্মীরে পুরাণ লক্ষ্মী লইছে বরণ করি।
হায় আগতা বধূলক্ষ্মীরা ! তোমাদের আগমনী
এমনি স্নেহের জননীর দানে হবে না সুখের খনি।
মা গেছে ছাড়িয়া মেয়েরা সকলে গিয়াছে বরের দেশে,
কেউ ভাত খালি কেউ পাটনায় কেউ পাটনার শেষে।
ঘর-সংসার কত 'কাম' মার মন তবু ফেরে উড়ি
কভু পাটনায় কভু ভাতখালি সারাটা দুনিয়া জুড়ি।
যতগুলি মোর সব যেন ঘুড়ী বাতাসে উড়ায়ে মাতা
সারারাত তার ডোর টেনে টেনে মনে মনে বকে যা তা।
হায় অভাগিনী ভগ্নী-বধূরা কেটে গেল সেই ডোর
তোমাদের কথা স্মরিয়া হেথায় প্রদীপ হবেনা ভোর।
এসব কি আমি লিখিয়া পাঠাব ? ভগবান ! ভগবান ! !
উহাদের ঘরে শান্তি আনিও, আনিও হে কল্যাণ।

——

সুজন বন্ধুরে

(গান — বন্ধের গানের সুর)

ও সুজন বন্ধুরে
আমার যাবার বেলায় নয়ন জলখানি
যদি তোমার মনে না লয়
আমি না য্যান জ্যানি।

বন্ধু গো
আমার ব্যথার মালারে বন্ধু যদিও গলে লাগে
তবু তাহা নারে কই ও এই অভাগার আগে
রে পরান বন্ধু।

বন্ধু গো
ভাল লাগে বলে আমি চাই যে মুখের পানে
যদিও তুমি না চাও ইহা লোকে না য্যান জানে
রে পরাণ বন্ধু।

বন্ধু গো
তুমি থাক ফুলের দেশে আছে ফুলের সাথী
আমার দেশে কেবল ব্যথা নাহিকো ব্যথার ব্যথী।
রে পরাণ বন্ধু।

বন্ধু গো
তোমার বাড়ী আমার বাড়ী মধ্যে বহে নদী
ও কূলের লাগিয়া এ কূল কাঁদে নিরবধি
রে পরাণ বন্ধু।

বন্ধু গো
তোমার বাড়ী আমার বাড়ী মধ্যে বেশম দূর
দুই ধারে কাঁদিয়া ফেরে দুইটী চেকন সুর
রে পরাণ বন্ধু।

বৈরাগী আর বোষ্টমী যায়

কোথা হ'তে এলো রসের বৈরাগী আর বোষ্টমী
আকাশ হ'তে নামল কি চান্ হাস্‌লীপরা অষ্টমী।
'চেকন চোকন' বোষ্টমী তার ঝাট্‌রা মাথায় দীঘল কেশ
খেজুর গাছের 'বাগ্‌ড়া' যেমন পূব হাওয়াতে দুলছে বেশ।
পাছা পেড়ে কাপড়খানি আচল বেয়ে যায় প'ড়ে
বৈরাগী কয় তারির সাথে ফাঁস লাগিয়ে যাই ম'রে।
মুখখানি তার ডাগর ডোগর ঘসামাজা কলস খানি
বৈরাগী কয় গলায় বেঁধে মাপ্‌তে পারি গাঙের পানি।
সঙ্গে চলে বৈরাগী তার তেল কুচ্ কুচ্ নধর কায়
গয়লা বাড়ীর কালো বাছুর রোদ মেখেছে সকল গায়।
আকাশের ও কালো মেঘে প্রভাতেরি পড়ছে আলো
সামনে লয়ে পূর্ণিমা চাঁদ অমাবশ্যা যায় কি ভাল
হাতে তাহার ঘুব ঘুমা ঘুম বাজে রসের একতারা
বৈরাগী বউর রূপের গাঙ্গে মূর্চ্ছি সে সুর হয় হারা।
বৈরাগী বউ চলছে পথে চলছে রসের রূপখানি।
বৈরাগী তার একতারাতে চলছে তারি সুর হানি।
হিসেব লেখে বেনের ছেলে অঙ্কে তাহার হয়রে ভুল
নুন মাপিতে চুণ মেপে কয়, বৈরাগিণীর হয় না তুল।
বৈরাগী আর বোষ্টমী যায়—মহাজনের থামছে খাতা
থামছে পালা থামছে পাথর, ওরা দু'জন নয়ক যা-তা ॥
সিকে কড়ায় পোয়া কড়ায় যেথায় ছিল হিসাব নিকাশ
একতারারি ঝঙ্কারেতে আনল সেথায় কি অবকাশ।
'কৃষ্ণশোকে রাই মরিল তমাল লতা মুরছে প'ড়ে।
সাজী মশায় বান ডাকাল মহাজনী খাতার পরে।

চল্‌তে পথে সবার ঘরে হুকোর মাথায় আগুণ জ্বলে
বৈরাগী ভাই বসো বসো তামাক খেয়েই যেয়ো চলে।
চলতে পথে বাটায় বাটায় পান ভরা হয় সবার ঘরে
বউরা বলে বোষ্টমী সই পান সেজেছি তোমার তরে।
বৈরাগী আর বোষ্টমী যায়, রবিবারের দিনটী নাকি
একতারারি ঝঙ্কারেতে গাঁয়ের পথে যায় গো ডাকি।
ঘুব ঘুমা ঘুম বাজনা বাজে অবসরের ঘণ্টা খানি
পথের মাঝে যেইবা শুনে অমনি ছাড়ে কাজের ঘানি।
গাঁয়ের ধারে বটের তলে বৈরাগী আর বোষ্টমী গায়
একতারারি তারে তারে সুরের পরে সুর মূরছায়।
ঘাসের বোঝা ফেলছে চাষী হালের গরু বেপথ যায়
'মান সায়রের কমলিনী শ্যাম সায়রে ভাস্‌ছে হায়।'
যাক্ গরু আজ পরের ক্ষেতে, ধান নিড়ান থাকনা ভাই
'শ্যাম গেল আজ ব্রজছেড়ে কেমন ক'রে বাঁচবে রাই'।
গান গেয়ে যে বৈরাগী যায় গাঁয়ের পথে অনেক দূর
মাঠের কাজে কৃষাণ ছেলের বুকের মাঝে কান্‌ছে সুর
গানে গানে দেখ্‌ছে যেন দুধারে ধান সবুজ সাচা!
মাঝ দিয়ে যায় বৈরাগিণী মুখখানি তার কাঁচা কাঁচা।

শাক তুলুনী

ওকার বউ এলো আজ মটর খেতে শাক তুলিতে
সবুজ গাঙে সোণার কমল কে এলোরে ভাসিয়ে দিতে।
সিদূঁর-ফাটা মুখখানিরে হাটুর নিচে করিয়ে নত
কাঁচা ডগা ধরতে ধীরে সোহাগে সে হচ্ছে ক্ষত।
ফাগ-রাঙা বউ মটর শুটী আবছা হাসে পাতার ফাঁকে
শাক-ভাঙা বউ নত হয়ে ঘোমটা তলে সিদূঁর আঁকে।
মটর শুটীর বাজে পাতা বধূর হাতের বাজে চুড়ী
বধূ দোলে সোহাগ ভরে বাতাস দোলায় মটর কুঁড়ী।
চলতে পথে পথিক ভাবে কার পানে আজ ফিরাই আখি,
দিঘীর রাঙা নালের বনে রক্ত মরাল ফিরছে নাকি।
পায়ের দুখান খাড়ু নিয়েই গেঁয়ো বালার মহা বিপদ
যতই টানে জড়িয়ে ধরে মটর শুটার পাতার আপদ।
ছল করে সে খায় গো আছাড় লুটিয়ে পড়ে মটর খেতে
বুকে মুখে ফুল গুলি সব জড়ায় তারে হর্ষে মেতে।

জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়

জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়,
পদ্মা নদীর উজান বাঁকে ছোট্ট ডিঙি না'য়।
পদ্মা নদী – কাটাল ভারি চাক্কুতে যায় কাটা ;
তারির পরে জেলের তরী করে উজান-ভাটা।
জলের উপর শ্যাওলা ভাসে, সোঁতের ফুলও ভাসে,
তারির সাথে জেলের তরী ফুলেল পালে হাসে !
তারির সাথে ভাসায় জেলে ভাঁটীর সুরে গান,
জেলেনী তার হয়ত তাহার সাথেই ভেসে যান।

জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়,
জেলেনী বউ জাল যে বুনোয় ব'সে ঘরের ছায়।
সূতোর পরে সূতো দিয়ে বানায় দীঘল জাল,
তারির সাথে বুনিয়ে চলে দীঘল মনের হাল।
জেলে তাহার নাই যে ঘরে, ভোরের কোকিল ডাকে,
জেলেনী-বউ আপন মনে জাল বুনাতেই থাকে।

জেলে গেছে মাছ ধরিতে, হায়,
পূব্ কোণেতে মেঘের গায়ে চক্কর দিয়ে যায়।
'বাও ডাকিল ঢেউ হাঁকিল তল্‌তলা নাওখানি'
জেলেনী-বউ ঘরের থেকে সেঁচ্‌ছে তাহার পানি।
'বেষম শাপট' ! জেলের কুঁড়ে ভাঙবে যে এই বেলা,
গাঙের থেকে দিচ্ছে জেলে বৈঠাতে তায় 'পেলা'।
গাঙে কাঁপে জেলের তরী, ঘরে জেলের প্রিয়া
মধ্যে তারি 'আসন-যাওন' করছে জেলের হিয়া।

জেলে ভাবে ঘরের কথা, বউ যে জেলের তরী,
এরি মধ্যে ঝড় পাগেলা কোথায় যে যায় সরি'।
লাভের মাঝে হাজ্‌রাতলা তুশ্চেতে যায় ভাসি,
গঙ্গা দেবীর কপাল ভালো পূজায় উঠেন হাসি !

জেলে গেছে মাছ ধরিতে বাঁকে,
জেলেনী-বো'র মন ভালোনা বল্‌তে নারে কা'কে।
জাল বুনিতে ভুল হ'য়ে যায়, সূতো কেবল ছেঁড়ে,
জেলে-বাঁকের 'বগীলা' তার মন নিয়েছে কেড়ে।
জলের ঘাটে কলস তাহার ভ'রেও নাহি ভরে,
ইচ্ছা করে বুকখানি তার উড়ায় পালের ভরে ;
ইচ্ছা করে কল্‌সীটিরে বাঁধি মাথার কেশে
ভাসায়ে দেয় জেলে তাহার রয় যে বে-গান দেশে।

জেলে বাঁকে মাছ ধরিতে যায়
কূল হারা সেই গাঙে কাহার কুল লইয়া হায় ?
অথই নদীর অথই পানি জানে না পায় 'তাল',
অথই মনের ব্যথা জেলের তার চেয়ে জঞ্জাল।
কত নদী পেরিয়ে এলো কতই নদী ছাড়ি,
ব্যথার নদী উথল পাথল জম্‌ছে নাক পাড়ি।
মাটীর মায়া কাটালো যে ভাটীর সুরে হায়,
কেন তাহার পরাণ টানে সুদূর ভাটী গাঁয় ?

——

মনই যদি নিবি

(ঘাটু গানের সুর)

মনই যদি নিবি কেন মন করিলি খালি
'কাঞ্চা' বাঁশে আগুন দিয়ে বাড়ালি ধূয়ালী।
—রে পরাণ-বন্ধু !

ও বন্ধু রে
ফুলই যদি নিবি বন্ধু ভাঙলি কেন বোঁটা ;
জালি কুমড়া ছিঁড়ে কেন ক'রলি জাতের খোঁটা—
—রে পরাণ-বন্ধু !

ও বন্ধু রে
অফল গাছের ফল রে বন্ধু অফুট নালের কুঁড়ী,
তুই বন্ধুর লাগিয়া ছিঁড়ে (হইলাম) যৈবন-কালে বুড়ী—
—রে পরাণ-বন্ধু !

ও বন্ধু রে
কঠিন রে তোর কঠিন রীতি কঠিন তোরো হিয়া,
কঠিনের করিলি বেশাত আমার পরাণ নিয়া।
—রে পরাণ-বন্ধু।

ও বন্ধু রে
প্রাণ নিলি ভাল করলি (কেন) প্রাণে দিলি কালি,
যে ঘরেতে করবি বসত (কেন) সে ঘর করলি খালি।
—রে পরাণ-বন্ধু !

ও বন্ধু রে
আমার বুকে আগুন দিয়ে আগুন করলি সাথী
যেথায় যাবি তুষবে তোরে আমার ব্যথার ব্যথী।
—রে পরাণ-বন্ধু !

পল্লী জননী

রাত থম্ থম্ স্তব্ধ নিঝুম ঘোর—ঘোর—আঁধার
নিশ্বাস্ ফেলি তাও শোনা যায় নাই কোথা সাড়া কার,
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা
করুণ চাহনি ঘুম্ ঘুম্ যেন ঢুলিছে চোখের পাতা,
শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপ ঘুরিয়া জ্বলে
তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে।
ভন্ ভন্ ভন্ জমাট বেধেছে বুনো মশকের গান
এঁদো ডোবাহ'তে বহিছে কঠোর পচান পাতার ঘ্রাণ।
ছোটকুঁড়ে ঘর, বেড়ার ফাকেতে আসিছে শীতের বায়ু
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।
ছেলে কয় মারে কত রাত আছে কখন সকাল হবে
ভাল যে লাগে না, এমনি করিয়া কেবা শুয়ে থাকে কবে।
মা কয়, বাছারে ! চুপটী করিয়া ঘুমোত একটি বার,
ছেলে রেগে কয় ঘুম যে আসেনা কি করিব আমি তার।
পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা ? সারা গায় বুলায় হাত
পারে যদি বুকে যত স্নেহ আছে ঢেলে দেয় তারি সাথ।
নামাজের ঘরে মোমবাতী মানে দরগায় মানে দান
ছেলেরে তাহার ভাল কোরে দাও কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভাল কোরে দাও আল্লা রছুল ভাল করে দাও পীর
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর !
বাঁশ বনে বসি ডাকে কানা কুয়ো রাতের আঁধার ঠেলি
বাদুড় পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারীর বন হেলি।
চলে বুনো পথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াসা কাফন ধরি
দূঃ ছাই ! কিবা শঙ্কায় মার পরাণ উঠিছে ভরি।

যে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া কোণে
বালাই বালাই, ভাল হবে যাদু মনে মনে জাল বোনে।
ছেলে কয় মাগো কালকেই আমি হয়ে যাই যদি ভাল
করিমের সাথে খেলিবার গেলে দিবে নাত তুমি গালও।
আচ্ছা মা বলো এমন হয় না রহিম চাচার ঝাড়া
এখনি আমারে এত রোগ হোতে করিতে পারেত খাড়া।
মা কেবল বসি রুগ্ন ছেলের মুখ পানে আঁখি মেলে
ভাসা ভাসা তার যত কথা যেন সারা প্রাণ দিয়ে গেলে।
শোন মা আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে;
রাখিও ঢ্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাতনরি সিকা ভ'রে।
খেজুরে গুড়ের নয়া পাটালিতে হুড়ুমের কোলা ভরি;
ফুলঝুরি সিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ পরি।
ছেলে চুপ করে, মাও ধীরে ধীরে মাথায় বুলায় হাত;
বাহিরেতে নাচে জোনাকী আলোয় থম্ থম্ কাল রাত।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া কত কথা পড়ে মনে;
কোন দিন সে যে মায়েরে না ব'লে গিয়াছিল দূর বনে।
সাঁঝ হোয়ে গেল তবু আসে নাকো আই ঢাই মার প্রাণ,
হঠাৎ শুনিল আসিতেছে হর্ষে করিয়া গান।
এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে;
ওরে মুখপোড়া কোথা গিয়াছিলি এমনি একালি সাঁঝে।
কত কথা আজ মনে পড়ে মার, গরিবের ঘর তার;
ছোট খাট কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবার।
আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই;
বলেছেন আমরা মোসলমানের আড়ঙ দেখিতে নাই।
করিম সে গেল ? আজিজ চলিল ? এমনি প্রশ্ন-মালা;
উত্তর দিতে দুখিনী মায়ের দ্বিগুণ বাড়িত জ্বালা।
আজও রোগে তার পথ্য জোটেনি ওষুধ হয়নি আনা;
ঝড়ে কাঁপে যেন নীড়ের পাখিটী জড়ায়ে মায়ের ডানা।

ঘরের চালেতে বুতুম ডাকিছে, অকল্যাণ এ সুর ;
মরণের দূত এল বুঝি হায় হাঁকে মায় দূর—দূর।
পচা ডোবা হ'তে বিরহিনী ডা'ক ডাকিতেছে ঝুরি' ঝুরি'
কৃষাণ ছেলেরা কাল্‌কে তাহার বাচ্চা করেছে চুরি।
ফেরে ভন্ ভন্ মশা দলে দলে বুড়ো পাতা ঝরে বনে ;
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল ঝরিছে তাহার সনে।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা
সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা।
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল ;
আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল !

———

পাহাড়িয়া

নামটি তাহার জানি নে বলিলে মিছে বলা হবে কিছু,
জানি যদি বলি, তবু রয়ে যায় অসত্য তার পিছু।
তবু বলি ভাই, নামটি তাহার হইতেও পারে ঊষা,
গোলাপিয়া রোদ যেন খেলে যায় রাঙিয়া মেঘের ভূষা
বনজ্যোৎস্না ?—হইতেও পারে, আপনি উঠিছে বেয়ে,
সহকার-শাখা গলে নি সোহাগে পরশ তাহার পেয়ে।
জ্যোছনা বলিলে ভুল হবে না'ক রূপালিয়া মেঘ চুয়ে,
শরৎ-আকাশ ঝরিয়া পড়িছে সাপলা ফোটার ফুয়ে।
গোলাপ তাহার হতে পারে নাম দুটি পল্লব আনি,
দুইটি গণ্ডে বেঁধে ছায় যদি সিঁদূরিয়া রেখা টানি।
তার সাথে মোর পরিচয় বল ?—এমন কিছুই নয়,
সাঁঝের আকাশে গাঙ চেয়ে রয়, কেবা তাহা ডেকে কয় ?
তারে দেখেছিনু পাহাড়িয়া পথে পাহাড়ি ফুলেরি মত,
রঙে রঙে রঙ কি মায়া বুলায় বুঝি নাই অতশত।
বুড়ো বাপ তার কাঁধ ধরে চলে, যেন গো শীতের কালে,
শিমুলের গাছ ফুলে নুয়ে পড়ে পাতা ঝরা ডালে ডালে।
পাহাড়িয়া পথ উচু যেতে হয় খানিক চলিয়া থামে,
ফুলেরা বাড়ায় কচি রাঙা মুখ ডাহিনে এবং বামে।
ছোট বোন্‌টি ত সাথে নাই তার আরও সাথে নাই—যাক্‌,
ফুলেরা হাস্থক ফুল-মুখ লয়ে মালা গাঁথা নয় থাক্‌।
ওই যে পাহাড়ে তৃণ-সাথে-মেশা নেপালীয়াদের ঘর,
মেঘের চাঁদোয়া রয়েছে টাঙান তাহার মাথার 'পর।—
ওরা বা কেমন ? কিবা কাজ করে ? ফুল খেয়ে থাকে নাকি ?
তবে এত ফুল কেন হয় হেথা ? বাবা, তুমি দাও ফাঁকি।

ওদের ঘরে কি আছে ছোট ছেলে, আছে ছোট ছোট বোন্ ?
তাদের সঙ্গে হয় না মিতালী মিশায়ে মনেতে মন ?
বাবা, তুমি বল কাজ করে ওরা । দুঃ ছাই তুমি, তুমি বোকা !
হেথা এলে শুধু বেড়াতেই হয় এটা বোঝে কচি খোকা ।
উঁচু-নীচু পথ,—ফুলে ফুলে ঘেরা—বেড়াতেই দিন যায়
দিকে দিকে রঙ !—কেউ ভুলে রয় ছুতোনাতা কাজে হায় ।
এমনি করিয়া মুখর মেয়ের উত্তর দিতে দিতে
ছেলেবেলাকার কত কথা ভাসে বৃদ্ধ বাপের চিতে ।
বাবা, দেখ দেখ মেঘ কেটে গেছে আহারে কেমন আলো !
হেঁটে হেঁটে যায় পাহাড়িয়া পথে মুছিয়া বনের কালো ।
ওমা ও কি, ওই কুয়াশিয়া দেশে এত ছিল দেখিবার !
ও দেশের ফুল এত হাসি জানে, এ দেশেরে মানে হার ।
আহারে আহারে হরিণ শিশুরা চলিয়াছে দলে দলে,
আয় আয় আয় এখনি ছাড়িব একবার লয়ে কোলে ।
দুই বয়সের দুইটি শিশুর খোলাখুলি কথা শুনি
পাষাণের পথে জলধারা ছুটে সুরে বাজে সুরধুনী ।
হাসে বনফুল মুকুলিয়া মুখে পরিয়া রঙের টিপ
পাহাড়িয়া পথে জ্বলে উঠে যেন কোন্ অমরার দীপ !

*   *   *

পথে ত' চলেছি শুধু একা একা শুনো শুনো লাগে হিয়া
বুঝিতে পারি নে কেবা করে খেলা এই যে আমারে নিয়া ।
শুধু চলিয়াছি অজানার পানে সারা হিয়াখানি মেলি
কারো গান সেথা কাহারো বেদনা কারো হাসি যায় খেলি ।
মোর দুনিয়ার হয়েছি বাহন, চলি দেশে দেশে বয়ে
কারো ফুল সেথা কারো কণ্টক কাহারো মালিকা লয়ে ।
না জানি কখন মোর এই ডালাকে লবে উজাড় করি
তারি সাধনায় এই জীবনেরে বোঝায় বোঝায় ভরি ।
এমনি অনেক ছুতোনাতা ভেবে চলেছি একেলা মনে

কারা যেন বসে ফিস্‌ফাস্‌ কথা কহিছে পথের কোণে।
চেয়ে দেখি সেই রাঙা মেয়েটি যে লয়ে এক কোঁচ ফুল
গুটি তিনচার পাহাড়ি মেয়ের রচিছে কানের দুল।
বুনোফুল দিয়ে চুড়ী গড়িয়াছে গেঁথেছে ফুলের মালা
বুনো মেয়েদের সাজায়ে তাহাতে হেসে কুটি কুটি বালা।
দুঃ ছাই, তোরা এটা না জানিস্‌ ফুলের নোলক নাকে
দিয়ে যদি দেই সোনার গরব ভাঙে যে পথের পাঁকে!
এমনি করিয়া তোল দেখি বাহু—আহা রে সোনার ছিরি
রাঙা মেঘ বেয়ে তড়িতের লতা দোলায় কি ধীরি ধীরি?
বুনো মেয়েগুলো অবাক হইয়া ফ্যালফ্যাল করে চায়,
ফুলের চুপড়ি মাটিতে লোটায় বাজারের বেলা যায়।
বুড়ো বাপ তার বসিয়া রয়েছে শিশু শিশু চোখ দুটি,
মুখর মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া হেসে হয় কুটি কুটি।
মিছি মিছি আর কত বা দাঁড়াই পায় পায় পা বাড়াই
চলিতে চলিতে ভুলেই বা বুঝি পিছনে ফিরিয়া চাই!

* * *

সেদিন সন্ধ্যা সবে আঁকছিল বিদায় গোধূলি কোণে
মেঘের চুমায় সোনার দেউল আপনার মনে মনে।
দেখিলাম সেই রাঙা মেয়ে যায় সাঁঝেরি সে ছোট বোন
ছোট ছোট পায়ে চলিতেছে একা ধরিয়া পথের কোণ্‌।
চিকণ ধানের সুগন্ধি চালে 'লহর' গেঁথেছে ভালে
পরণে তাহার পাহাড়ি মেয়ের বসন উড়িছে তালে।
গলে একরাশ লাল সাদা নীল পাথরের মালা দোলে
পাহাড়ি দেশের মরম বুঝেছে বুঝি সে পাহাড়-কোলে।
সম্মুখ দিয়ে চলে গেল বালা কিবা রূপ মরি মরি!
রঙীন ঊষায় উড়ে গেল যেন গৌরী গিরির পরী।
নেপালী মেয়ের গানের মতন তাহার করুণ মুখ
বাঁশীর মতন ঠোঁট দুটি তার টানে মরমের দুখ।

তারে দেখে মোর এমনি হইল বুঝি সে আমার কেউ,
আমার হিয়ার অগাধ সায়রে বুঝি সে উঠেছে ঢেউ।
সে বুঝি একটি বাজাবার বাঁশী ফুয়ে কাঁদি অনিবার
সারা দেহ তার পেয়েছে সনদ সব হিয়া ভাঙিবার।
প্রতিদিন তারে দেখিবার তরে চেনা পথ ভুলে যাই,—
সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে চলি তাও যে ফুরোয় ছাই !
যেদিন তাহারে দেখিতে পাই নে সেদিন যে কিসে কাটে
বুঝিবে তাহারা আমারি মতন পরাণ যাদের ফাটে।
এমনি করিয়া কিছুদিন গেল শুন কিবা তার পরে,
তিন চারিদিন এল না সে মেয়ে বাহিরে বেড়ান তরে।
রাঙা রাঙা বাড়ী,—পাথরের বেড়া ফুলে ঘেরা চারিধার
পাহাড়িয়া পথে একা যেতে যেতে চেয়ে থাকি অনিবার।
ঘরে ঘরে হাসে কচি ছেলে-মেয়ে তরুণীরা গাহে গান,
চেনার বাহির হতে দেখা যায় তাদের স্নেহের থান।
ওই বাড়ীখানি হাসি-গানে ভরা বুঝি তারা হেথা থাকে,
মনে মনে শুধু ভেবে মরি আমি শুধাইতে নারি কাকে।
হয় ত তাহার খুব কাজ আছে ;—এতই কি দরকারী !
জানালার কাছে দাঁড়াইলেই কিগো ক্ষতি হয়ে যাবে ভারি ?
আজকে তাহার ফুল তুলিবার সময়ও কি জুটে নাই ;
গলা কি তাহার খালি রহিয়াছে, কানও বুঝি খালি তাই।
আহা আহা মেয়ে এত কাজ তোর, আমি আজ তুই হলে
সব কাজ ফেলে ফুল তুলে তুলে পরিতাম শুধু গলে।
গাঁদা ফুল বুঝি ভাল লাগে না ক' গন্ধ কেমন কড়া
দুপুরের ফুল বাসী হয়ে গেছে যেন দুদিনের মড়া।
চাঁপা ফুলগুলো—গন্ধ রয়েছে রঙ ত তেমন নয়,
গোলাপ ফুলটি হ'লে হতে পারে বোঁটাতে যে কাঁটা রয়।
ফুলের সঙ্গে আড়ি পেতে বুঝি একা বসে আছ ঘরে !
এমনি কত কি ভাবিয়া চলেছি এ-পথ ও-পথ ধরে।

ফিরে দেখি সেই বুড়ো যায়, হাতে শিশি গুটি তিন চার
সে বাড়ী কোথায় পুছিলাম তারে করিয়া নমস্কার।
কার বাড়ী বাপু, বৃদ্ধ শুধায় ললাটের ঘাম মুছে,
কোথায় যাবেন ? কাহারে খোঁজেন ?···বার বার করে পুছে।
মোর জীবনেতে এমন জব্দ হই নাই কোন কালে
এত কথা জানি তবু ছাই কথা বেঁধে যায় যেন জালে।
এই—এই আমি সে বাড়ী যাইব। ঠিকানাটা নাই মনে,
আচ্ছা আপনি কোথায় যাবেন ? যাই আপনার সনে,
দেখে দেখে চলি চেনা বাড়ীটারে যদি পড়ে যায় চোখে,
চলিলাম সাথে আপনার মনে এলোমেলো কথা ব'কে।
খানিক চলিয়া জিজ্ঞাসা করি, এত শিশি দেখি হাতে ?
অসুখ-টসুখ করেছে কি কারো ? জেগেছেন বুঝি রাতে ?
সে আর মশায় বলিবার নয়, একটি মাত্র মেয়ে
সোনার শরীর !—ক্ষয়রোগে তারে একেবারে দেছে খেয়ে।
বিদেশ বিভূঁয়ে একা একা থাকি—আহা আহা চোখে বুঝি
পোকা ঢুকিয়াছে ?...বৃদ্ধ শুধায়, জল যদি পাই খুঁজি,—
দরকার নেই, একটু দাঁড়ালে আপনি যাইবে সারি,
যান না আপনি !—কত কাজ ঘরে; কহিলাম মুছে বারি।
উঁচু পথ বেয়ে বৃদ্ধ চলিল পিছে পিছে ফিরে চায়
ওর বেদনার আমি যে দোসর মোরে কি চিনেছে হায় !
পথ-ধারে বসি কত কথা ভাবি আহারে একেলা ব্যথা,
বিষভরা বাণ কোথা পাব আমি ফোটাইতে তোর কথা।
ফোটা ফুলে করে কীটেরা বসতি রাঙা সাঁঝ ডুবে যায়,
রাঙা ঊষা ঢাকে মেঘের পাহাড়ে শিশু ফুল ঝরে বায় ;—
এ তো জগতের একঘেয়ে কথা অনন্ত কাল ধরি
জগতের চির-অতিথিরা আসে শিরে বিষ-মালা পরি।
দুঃখও তার সাথে সাথে আসে হয় না ক' গরমিল
বেদনা তাহার নিতি নব নব নিতি নিতি ভাঙে দিল্।

এটাও না হয় মানিয়া নিলাম—এটা মানি কোন্ রূপে,—
মরণের ছাপ ললাটে পরিয়া বেঁচে থাকা আশাধূপে !
সন্ধ্যা না হয় ডুবে যেতে পারে রাত্রের কালো গোরে
বোঁটাছেড়া ফুল কেমনে হাসিবে পাতার সবুজ ঘরে ?
বক্ষে যাহার মৃত্যু-পিয়াদা করিয়াছে বাঁশ গাড়ি
সে কেমনে আজ বালুবেলাভূমে রচিবে সোনার বাড়ী।
চোখের জলের ঝাপ্‌সা মুছিয়া হেরিলাম ওই দূরে
ধূলায় মলিন পশিল বৃদ্ধ একটী রঙীন পুরে।
পাগলের মত টলিতে টলিতে বাসায় এলাম চলে
দুঃসহ রাত কেমনে কাটানু বুঝি নাই কোন্ বলে।
ভোর হয়ে এল দূর পাহাড়ের কুয়াশা-কাফন পরে
প্রভাত বাঁশীর শুনো পথ বেয়ে গোলাপিয়া রোদ ঝরে।
শুনো শুনো বুক পথও তায় শুনো কোনো মতে পাও ঠেলি
এলাম ত সেই বাড়ীটীর পাশে বহু পথ পাছে ফেলি।
পাহাড়ের গায়ে জননীর কোলে রাঙা ছেলেটীর মত
বাসাটী তাদের জড়ায়ে রয়েছে ফুলে ফুলে হেসে শত।
একটি জানালা রহিয়াছে খোলা, পাশেতে টেবেলখানি,
সরু লোহাশিক ছুঁয়ে দাঁড়ায়েছে ফুলে হাসা ফুল দানি।
তারি ফাঁকে দেখি বিছানায় পড়ে ঘুমায়েছে সেই মেয়ে,
মাথায় তাহার একরাশ চুল বুকে মুখে আছে ছেয়ে।
সারা রাত তারে জালে জড়াইয়া বুঝি কে মরণ-জেলে
টানিয়া টানিয়া ক্লান্ত হইয়া এখন গিয়াছে ফেলে।
বক্ষের 'পরে বাহুলতাখানি যেন এ সোনার ফাঁদ
সোনালী ঊষারে মিছাই বাঁধিতে মলিন যে বাঁকা চাঁদ।
এতদিন তারে দেখেছিনু আমি কেবলি নয়ন দিয়ে
আজকে দেখিনু সারা হিয়া ভরি বিষের পেয়ালা পিয়ে।
আমার পরাণ ভাঙ্গিয়া চূরিয়া কে যেন গোপন নারী
অঙ্গে অঙ্গে সোনা মন্দির গড়িয়াছে সারি সারি।

চাহিয়া চাহিয়া যতবার চাহি মনে হয় দূর—দূর
না-জানা না-চেনা-দেশ-হতে-আসা বুঝি সে কি এক সুর।
সারা গায়ে তার স্নেহ ও মমতা উথল পাথল্ করে
একবার তারে দেখা মানে শুধু ভালবাসা প্রাণ ভরে।
ক্রমে বেলা বাড়ে জাগিল কিশোরী, আমি চেয়ে অনিমেষ
কখন করেছে জানালা বন্ধ বুঝিতে পারি নি লেশ।
এমনি করিয়া রোজ রোজ আসি, পথের ধূলার 'পরে
সাহেব-শিশুরা কচি হাত নেড়ে সারাদিন খেলা করে।
আলাপ জমাতে লাগে কতখন সোনার বরণ দেশে
সোনার বরণ রাজার কুমারী ঘুমায়েছে নিশি শেষে।
বলিতে বলিতে চোখে জল আসে ছেলেরা অবাক হয়
ঘোর হয়ে তারা আমারে বেড়িয়া মাটিতে বসিয়া রয়।
জানালা তাহার ফাঁক হয়ে যায়, বুঝি বাতাসেই খোলে
উদাস উদাস এক জোড়া নীল ঘন কালো আঁখি দোলে!
ঘরে ফিরে যাই আপনার মনে সাত পাঁচ ভেবে মরি
মনে মনে আঁকি সন্ধ্যার রবি মনে মনে রঙে ভরি।
রাঙা মেঘখানা ডাহিনে ফেলিয়া হলুদ মেঘের কোণে
পাটল মেঘেতে পাটরাণী এক বসাই যে মনে মনে।
তেমনি অধর তেমনি নয়ন ঠিক ঠিক আঁকা হয়
মনে মনে কই—হে অজানা নারী! তুমি কি আমার নয়?
চারি দিক হতে 'নয় নয় নয়' হাঁকে নির্ম্মম সুর
তারি তালে তালে সোনার প্রতিমা ভেঙে হয় চূর চূর।
রাতের আঁধার দুই হাতে ঠেলি ভোর তবু নাহি হয়
ভাঙা না'র মাঝি যত জল ফেলে নায়ে তত জল রয়।
তবুও দুখের রজনী কাটিল, করি খুব তাড়াতাড়ি
আসিলাম সেই পাহাড়িয়া পথে যেথা তাহাদের বাড়ী।
গাছে গাছে যেন অঝোরে কাঁদিছে ছিন্ন ফুলের বোঁটা
ঊষার আকাশে আবরণ দেছে কালো মেঘ মোটা মোটা।

ঘরের জানালা খোলে নাই কেহ নির্ম্মম নির্জ্জন
মহাকাল নারী থামায়েছে চলা, ভাঙি বুঝি দু'চরণ।
সেই স্তব্ধতা শিহরি উঠিল যেন কি করুণ সুরে
বাতায়ন তার সহসা খুলিল সমুখে রঙীনপুরে
হেরিলাম সেথা রাতের প্রদীপ হাসিছে ঊষার কূলে
চৈত্র শেষের মাধবী লতিকা হাসে গুটিদুই ফুলে।
বাপ কহে—মারে, চুপ করে থাক।…তবু সে কি বাধা মানে
জোয়ারের জল হয়েছে মুখর বুঝি বা ভাটার টানে।
বাবা, তুমি ওই বাক্সটি ধরে আন ত' আমার কাছে,
রাঙা শাড়ীখানা বের কর দেখি রঙ তার ঠিক আছে ?
চুরী করে মাতা কিনে দিয়েছিল এখানি আমার তরে,
খুব ভাল করে' টানাইয়া ধর আমার চোখের' পরে।
আহা রে জননী মরিয়াছ তুমি, স্নেহ তবু মরে নাই
বাবা, বাবা, তুমি কেমনে বাঁচিবে আমি যদি মরে যাই।
মা যদি থাকিত রহিত তোমার ব্যথার দোসর হয়ে,
ভাই থাকিলেও তোমার বেদনা আধেকটা নিত বয়ে।…
ওকি ওমা তুই মিছে কি বকিস দুদিনে উঠিবি সারি,
ভাল হয়ে উঠে আবার আমরা চ'লে যাব নিজ বাড়ী।…
হায়রে মিথ্যা তবু তাই শুনে ফ্যালফ্যাল করে চায়,
সোতের সেহলা ! তারও' পরে কি গো বালুঘর বাঁধা যায়।
মেয়ে কয়—বাবা, কি জানি ভাগ্যে এমন যদি বা হয়,
যত কথা আমি বলেছি তোমায় তাহা যেন মনে রয়।
আমাদের সেই সাদা বালুচর, চূর্ণী নদীর তীরে
সীজন ফুলের বিচিগুলি নিয়ে ছড়াইয়া দিও ধীরে।
লাল সাদা নীল ফুটে রবে তারা বেড়িয়া দুইটি তীর
ভ্রমর হইয়া উড়ে যাব আমি তাহাতে করিতে ভিড়।
বোন্‌টিরে দিও পাথরের মালা দিদির এ শেষ দান
কহিও তাহারে ছেড়ে গেনু বলে না করিতে অভিমান।

সে যেন পুকুরে কলমীলতার কানে কানে যেয়ে কয়,
বরষার মাঠ সাজাতে তাহারা মোরে যেন ভোলে নয়।
শেফালিরে ক'য়ো যে পথে তাহারা বিদায়-পত্র লেখে
শরতের শেষে সেই পথে তারা মোরে যেন খুঁজে দেখে।
বাবা, বাবা, তুমি আরো কাছে এসো, বড় ভয় করে মোর,
চারিদিক হ'তে ঘণ্টা বাজিছে বুঝি এলো সেই চোর।...
চীৎকার করি বুড়ো বাপ তার বক্ষে পড়িল ঢলি-
মৃণাল দণ্ড জলে ঝাপটায় ছিড়িলে কুসুম কলি।

কৃষাণ-দুলালী

কল্মীলতা শাড়ী মেয়ের, কল্মী-রাঙা মুখ,
ঠোঁট দু'খানি সিঁদূর-ভাঙা রাঙা যে টুক্ টুক্।
গলায় তাহার পুঁতির মালা, কাণে ফুলের দুল,—
এ গাঁয়ের ও চাষীর মেয়ে হয় না যেন ভুল।
গয়না তাহার নাইকো গায়ে রূপ করে টল্‌মল,
রঙন-রাঙা অঙ্গ যেন গয়্‌না ঝলমল্।
রূপ-মুখরা রূপার খাড়ু পা দু'খানি ধ'রে
ঝুমুর ঝুমুর চাষী মেয়ের রূপেরই গান করে।
হেলায় তনু, এলায় চিকুর, দোলায় সরু কাঁখ—
পেখম-ধরা ময়ুর লাজে নীপ-বনে নির্ব্বাক।
বাহুতে তার তাবিজ বাঁধা গেঁয়ো পীরের দান,
ঝুম্‌কো ঢেঁড়ির প্রেম-আলাপন শুন্‌ছে নিতুই কাণ।
বারে বারে ঘোম্‌টা খসে লাজ-মেশা নিলাজ,
পুতুলটিরে বউ সাজাতে নিজেরও বউ সাজ।
এক পুতুলে আদর করে লয়ে আর পুতুল,
কোন্‌টি পুতুল, কোন্‌টি যে নয় আনমনে হয় ভুল।
নামটি মেয়ের জানি নাকো নাম জানি তার শাড়ীর
কমলী লতার চেয়ে মিঠে নাম হবে বা তারির।
ওর সাথে মোর একটু যদি থাকত পরিচয়,
শিখে নিতেম কেমন ক'রে "বৌ-কথা-কও" কয়।
শিখে নিতেম কেমন ক'রে পাকা পুঁই-এর ফলে
হেনা ফেলে লাল টুক্ টুক্ করে চরণ ড'লে।
শিখে নিতেম কোথায় মাঠে পাটবনেরই মূল
বউ-টুবানীর ফুলগুলি সব নাড়্‌ছে নোলক-দুল।
আমার ত আর নেইক পুতুল, শাপ্‌লা-দীঘি লু'টে
সাজিয়ে তারে ঈষৎ হাসি হেরি অধর-পুটে।

গহীন গাঙ্গের নায়া ।

(ভাটির গান)

আমার গহীন গাঙ্গের নাইয়া
(ও তুমি) অফর বেলায় লাও বাইয়া যাওরে
(ওরে) কার বা পানে চাইয়া ॥
ভাটির দেশের কাজল মায়ায়
পরাণডা আমার কাইন্দা বেড়ায় রে ।
ওরে, আব্ছা মেঘে হাত ছানি দেয়
কে যেন মোর সইয়া ॥
ওই যে নদীর আগের বাকে
আমার বঁধুর দেশ,
(ওরে) কলাপাতার বাউরি বাতাস
দোলায় মাথার কেশ ॥
কইও খবর তাহার লাইগ্যা
কাইন্দা মরে এক আভাইগ্যা রে
(ওতার) ব্যাথা দেওয়া থাইক্যা থাইক্যা
ঝরে নয়ান বাইয়া ॥

তরুণ কিশোর

তরুণ কিশোর, তোমার জীবনে সবে এ ভোরের বেলা,
ভোরের বাতাস ভোরের কুসুমে জুড়েছে রঙের খেলা।
রাতের কুহেলি-তলে,
তোমার জীবন ঊষার আকাশে শিশু রবিসম জ্বলে.
এখনো পাখীরা উঠেনি জাগিয়া, শিশির রয়েছে ঘুমে,
কলঙ্কী চাঁদ পশ্চিমে হেলি' কৌমুদীলতা চুমে।
বঁধুর কোলোতে বধূরা ঘুমায় খোলেনি বাহুর বাঁধ,
দিঘীর জলেতে নাহিয়া নাহিয়া মেটেনি তারার সাধ।
এখনো আসেনি অলি,
মধুর লোভেতে কোমল কুসুম দুপায়েতে দলি' দলি'।
এখনো গোপন আঁধারের তলে আলোকের শতদল
মেঘে মেঘ লেগে বরণে বরণে করিতেছে টলমল।
এখনো বসিয়া সেঁউতীর মালা গাঁথিছে ভোরের তারা,
ভোরের রঙান শাড়ীখানি তার বুনান হয়নি সারা।
হায়রে তরুণ হায়,
এখনি যে সবে জাগিয়া উঠিবে প্রভাতের কিনারায়।
এখন হইবে লোক জানাজানি, মুখ চেনাচেনি আর,
হিসাব নিকাশ হইবে এখন কতটুকু আছে কার।
বিহগ ছাড়িয়া ভোরের ভজন, আহারের সন্ধানে
বাতাসে বাঁধিয়া পাখা-সেতু-বাঁধ ছুটিবে সুদূর-পানে।
শূন্য হাওয়ার শূন্য ভরিতে বুকখানি করি শূন্যে
ফুলের দেউল হবে না উজাড় আজিকে প্রভাতে পুন।
তরুণ কিশোর ছেলে,
আমরা আজিকে ভাবিয়া না পাই তুমি হেথা কেন এলে?
তুমি ভাই সেই ব্রজের রাখাল, পাতার মুকুট পরি'
তোমাদের রাজা আজো নাকি খেলে গেঁয়ো মাঠখানি ভরি'।

আজো নাকি সেই বাঁশীর রাজাটি তমাললতার ফাঁদে
চরণ জড়ায়ে নূপুর হারায়ে পথের ধূলায় কাঁদে।
কেন এলে তবে ভাই,
সোনার গোকুল আঁধার করিয়া এই মথুরার ঠাঁই।
হেথা যৌবন মেলিয়া ধরিয়া জমা-খরচের খাতা
লাভ লোকসান নিতেছে বুঝিয়া খুলিয়া পাতায় পাতা।
ওপারে গোকুল এপারে মথুরা মাঝে যমুনার জল,
পাপ মথুরার কাল বিষ ল'য়ে চলিছে সে অবিরল।
ওপারে কিশোর এপারে যুবক, রাজার দেউল বাড়ী—
পাষাণের দেশে কেন এলে ভাই রাখালের দেশ ছাড়ি ?
তুমি যে কিশোর তোমার দেশেতে হিসাব নিকাশ নাই,
যে আসে নিকটে তাহারেই লও আপন বলিয়া তাই।
আজিও নিজেরে বিকাইতে পার ফুলের মালার দামে,
রূপকথা শুনি তোমাদের দেশে রূপকথা দেয়া নামে।
আজো কানে গোঁজ শিরীষ কুসুম, কিংশুক-মঞ্জরী,
অলকে বাঁধিয়া পাটল ফুলেতে ভ'রে লও উত্তরী।
আজিও চেননি সোনার আদর চেননি মুক্তাহার,
হাসি মুখে তাই সোনা ঝ'রে পড়ে তোমাদের যার তার।
সখালী পাতাও সখাদের সাথে বিনা মূল্যে দাও প্রাণ,
এপারে মোদের মথুরার মত নাই দান প্রতিদান।
হেথা যৌবন যত কিছু এর খাতায় লিখিয়া লয়,
পাণ হ'তে এর চূণ খসে নাক—এমনি হিসাবময়।
হাসিটি হেথায় বাজারে বিকায়, গানের বেসাত করি'
হেথাকার লোক সুরের পরাণ ধনে মানে লয় ভরি।
হায়রে কিশোর হায় !
ফুলের পরাণ বিকাতে এসেছ এই পাপ-মথুরায়।
কালিন্দী-লতা গলায় জড়ায়ে সোণার গোকুল কাঁদে,
ব্রজের তুলাল বাঁধা নাহি পড়ে যেন মথুরার ফাঁদে।

মাধবীলতার দোলনা বাঁধিয়া কদম্ব-শাখে-শাখে
কিশোর, তোমার কিশোর সখারা তোমারে যে ওই ডাকে।
ডাকে কেয়াবনে ফুলমঞ্জরী ঘন-দেয়া সম্পাতে
মাটির বুকেতে তমাল তাহার ফুল-বাহুখানি পাতে।
ঘরে ফিরে যাও সোণার কিশোর, এ পাপ-মথুরাপুরী
তোমার সোনার অঙ্গেতে দেবে বিষবাণ ছুঁড়ি ছুঁড়ি।
তোমার গোকুল আজো শেখে নাই ভালবাসা বলে কারে,
ভালবেসে তাই বুকে বেঁধে লয় আদরিয়া যারে তারে।
সেথায় তোমার কিশোরী বধূটি মাটির প্রদীপ ধরি'
তুলসীর মূলে প্রণাম যে আঁকে হয়ত তোমারে স্মরি'।
হয়ত তাহাও জানেনা সে মেয়ে, জানেনা কুসুমহার,
এত যে আদরে গাঁথিছে সে তাহা গলায় দোলাবে কার ?
তুমিও হয়ত জান না কিশোর, সেই কিশোরীর লাগি'
মনে মনে কত দেউল গেঁথেছ কত না রজনী জাগি'।
হয়ত তাহারি অলকে বাঁধিতে মাঠের কুসুম ফুল
কত দূর পথ ঘুরিয়া মরিছ কত পথ করি' ভুল।
কারে ভালবাস কারে যে বাস না তোমরা শেখনি তাহা
আমাদের মত কামনার ফাঁদে চেননি উহু ও আহা !
মোদের মথুরা টলমল করে পাপ-লালসার ভারে,
ভোগের সমিধ জ্বলিয়া আমরা পুড়িতেছি ভারে ভারে।
তোমাদের প্রেম 'নিকষিত হেম কামনা নাহিক তায়,
কিশোরভজন শিখিয়াছে কবি তাই ও ব্রজের গাঁয়।
তোমাদের সেই ব্রজের ধূলায় প্রেমের বেসাত হয়,
সেথা কেউ তার মূল্য জানে না এই বড় বিস্ময়।
সেই ব্রজধূলি আজো ত মুছেনি তোমার সোনার গায়,
কেন তবে ভাই, চরণ বাড়ালে যৌবন-মথুরায় !
হায়রে প্রলাপী কবি !
কেউ কভু পারে মুছিয়া লইতে ললাটের লেখা সবি।

মথুরার রাজা টানিছে যে ভাই কালের রজ্জু ধ'রে
তরুণ কিশোর, কেউ পারিবে না ধরিয়া রাখিতে তোরে।
ওপারে গোকুল এপারে মথুরা মাঝে যমুনার জল,
নীল নয়নেতে তোর ব্যথা বুঝি বয়ে যায় অবিরল।
তবু যে তোমারে যেতে হবে ভাই, সে পাষাণ মথুরায়,
ফুলের বসতি ভাঙিয়া এখন যাইবি ফলের গাঁয়।
এমনি করিয়া ভাঙা বরষায় ফুলের ভূষণ খুলি'
কদম্ব-বঁধু শিহরিয়া উঠে শরৎ হাওয়ায় দুলি।'
এমনি করিয়া ভোরের শিশির শুকায় ভোরের ঘাসে
মাধবী হারায় বুকের সুরভি নিদাঘের নিশ্বাসে।
তোরে যেতে হবে চ'লে
এই গোকুলের ফুলের বাঁধন দুপায়েতে দ'লে দ'লে।
তবু ফিরে চাও সোনার কিশোর, বিদায়-পথের ধার
কি ভূষণ তুমি ফেলে গেলে ব্রজে দেখে লই একবার।
ওই সোনা মুখে আজো লেগে আছে জননীর শত চুমো
দুটি কালো আঁখি আজো হ'তে পারে ঘুম গানে ঘুমঘুমো।
ওই রাঙা ঠোঁটে গড়াইয়া গেছে কত না ভোরের ফুল,
বরণ তাদের আর পেলবতা লিখে গেছে নির্ভুল।
কচি শিশু ল'য়ে ধরার মায়েরা যে আদর করিয়াছে,
সোনা ভাইদের সোনা মুখে বোন যত চুমা রাখিয়াছে।
সে সব আজিকে তোর ওই দেহে করিতেছে টলমল,
নিখিল নারীর স্নেহের সলিলে তুই শিশু শতদল।
রে কিশোর, এই মথুরার পথে সহসা দেখিয়া তোরে
মনে হয় যেন ও মণি কাহারে দেখেছিনু এক ভোরে,
সে আমার এই কৈশোরহিয়া জীবনের এক তীরে
কোথা হ'তে যেন সোনার পাখীটি উড়ে এসেছিল ধীরে।
পাখায় তাহার বেঁধে এনেছিল দূর গগনের লেখা
আর এনেছিল রঙীন উষার একটু সিঁদুর-রেখা।

সে পাখী কখন উড়িয়া গিয়াছে মোর বালুচর ছাড়ি,
আজিও তাহারে ডাকিয়া শূন্যে দুহাত নাড়ি।
সোনার কিশোর ভাই,
তোর মুখ হেরি মনে হয় যেন কোথায় ভাসিয়া যাই।
এত কাছে তুই তবু মনে হয় আমাদের গেঁয়ো নদী
তার ওই পারে সাদা বালুচর শুকায় মিঠেল 'রোদি'।
সেইখানে তুই দুটি রাঙা পায়ে আঁকিয়া পায়ের রেখা
চলেছিস একা বালুকার বুকে পড়িয়া ঢেউএর লেখা।
সে চরে এখনো মাঠের কৃষাণ বাঁধে নাই ছোট ঘর,
কৃষাণের বউ জাঙলা বাঁধেনি তাহার বুকের পর!
লাঙল সেথায় মাটিরে ফুঁড়িয়া গাহেনি ধানের গান,
জলের উপর ভাসিতেছে যেন মাটির এ মেটো থান।
বর্ষার নদী এঁকেছিল বুকে ঢেউ দিয়ে আলপনা,
বর্ষা গিয়াছে ওই বালুচর আজো তাহা মুছিল না।
সেইখান দিয়ে চলেছ উধাও, চখা-চখি উড়ে আগে,
কোমল পাখার বাতাস তোমার কমল মুখেতে লাগে।
এপারে মোদের ভরের 'গেরাম', আমরা দোকানদার,
বাটখারা ল'য়ে মাপিতে শিখেছি কতটা ওজন কার।
তবু রে কিশোর, ওই পারে যবে ফিরাই নয়নখানি
এই কালো চোখে আজো এঁকে যায় অমরার হাতছানি।
ওপারেতে চর এপারেতে ভর মাঝে বহে গেঁয়ো নদী
কিশোর কুমার, দেখিতাম তোরে ফিরিয়া দাঁড়াতি যদি।
তোর সোনা মুখে উড়িতেছে আজো নতুন চরের বালি,
রাঙা দুটি পাও চলিয়া চলিয়া রাঙা ছবি আঁকে খালি।
তুই আমাদের নদীটির মত দুপারে দুইটি তট
দুই মেয়ে যেন দুইধারে টানে বুড়ায়ে কাঁখের ঘট।
ওপারে ডাকিছে নয়া বালুচর কিশোর কালের সাথী,
এপারেতে ভর, ভরা যৌবন কামনা-ব্যথায় ব্যথী।
তুই হেথা ভাই ঘুমাইয়া থাক্, গেঁয়ো নদীটির মত,
এপার ওপার দুটি পাও ধ'রে কাঁদুক বাসনা যত।

মেনা শেখ

মেনা শেখের খবর জান ?—সাত গাঁয়ে তার নাম।
ছেলে বুড়ো যাকেই শুধাও কোনখানে তার ধাম ?
আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, আলীপুরের মোড়ে
আকাশ ছোঁয়া খড়ের পালা চোখের পাতা পড়ে,
দুপুর রোদে ধাঁধিয়ে দেওয়া টিনের ঘরের চাল—
গগণ-গাঙে উড়্‌ছে যেন সাদা পাখীর পাল !
সাত গাঁ'র লোক গর্ব্ব করে ফুলিয়ে বুকের ছাতা,
মেনা শেখের গাঁয়ের মানুষ নইক মোরা যাতা।
জানিস্‌নে ভাই সেবার যে ওই দিগ-নগরের হাট,
দবির ছেলে শোকর মামুদ কিন্‌তে গিয়ে পাট
বরই ডাঙার সাঁ'দের সাথে লাগ্‌ল মারামারি,
মেনা শেখের নাম শুনে সব তুলেই পাল- দাড়ী
—দে ছুট্ সেই বন-ভাদাড়ে যেথায় চলে পাও,
একলা মেনা হারিয়ে দিল একশ' জনা সাও !
কথা যাদের টাকায় বিকায় সেই যে উকিল বাবু—
মেনা শেখের রাখ্‌তে খাতির সে-ও হ'য়ে যায় কাবু।
সদর থানার বড় বাবু—যম কাঁপে যার ডরে,
শালার চেয়েও ইত্‌রামি গাল মুখে সদাই ঝরে—
তারেও মেনা কান-কথাতে করতে পারে গুণ !
মনে নেই সেই দবির জোলার পুতের বৌ-এর খুন ?
লেখা পড়া জানে না সে ? সিট্‌কিও না দাঁত !
না পড়েছে আজি ক খ দুখান কলার পাত !
প'ড়েছে ত সাতটী গাঁয়ের সাতশ' বাড়ীর লোক,
কেমন করে ব্যথায়-গানে লয়ে হাজার শোক।

মেটো মায়ের অবোধ ছেলে মাটীর সাথে মিশে,
কোলখানি তার সোনায় সাজায় মোনা ধানের শীষে।
সে ত জানে সাত ঋতুতে সাতটী রঙের আলা
ছবির পরে ছবি এঁকে সাজায় মাটের থালা।
তারি সাথে হাজার চাষীর কি কাজ হবে রোজ,
কোন্ মাঠে কে করবে বা কি—জানে সে তার খোঁজ।
বানে ফসল ডোবার আগে ডোবে তাহার চোখ
মায়ের ছেলে মরার আগে তাহার বুকে শোক।
বিয়ের বেলায় কলমা পড়ায়, মরলে সে ছায় গোর,
সুখের বেলা সাথের সাথী, দুখীর দুঃখে ভোর।
কেতাব প'ড়ে পায়নি খেতাব ? পেয়েছে এক ডাকে—
হাজার চাষীর হাজার লাটি উঠ্ বস্ তার হাঁকে।
তোমরা বল অত্যাচারী ?—জিব কাটিব চুপ করে' থাক
শেখের পোরে ডাক্ দিয়ে তোর পিঠেতে নয় পিটাব ঢাক।
দোষে গুণে পয়দা মানুষ, চাঁদের বুকেও রয়েছে দাগ ;
যেই মেঘেতে বর্ষে বাদল সেই মেঘেতেই ঝড়েরই রাগ।
মানি আমি আছে তাহার অনেক রকম অত্যাচারও ;
তবু সে কেন্ মোড়ল মোদের ভেবেছ কি কেউ একবার ও ?
খুন করিলেও বুক দিয়ে সে আগে দাঁড়ায় খুনীর হ'য়ে,
চোর ধীড়াজ সবার কুনাম লয় সে আপন মাথায় বয়ে।
একটী ভিটেয় চড়ছে ঘুঘু তাহার নাকি অত্যাচারে—
জানি আমি কলম-পেশা এই নিয়ে আজ দুষছ তারে।
হাজার ভিটেয় চড়ত ঘুঘু সে না থাকলে মোদের গাঁয়ে,
হাজার চালের খ'সত ছানি তোমাদের ওই কলম-ঘায়ে !
লাঠি তাহার মারেও যদি—মাথায় তাহা বইতে পারি ;
কলম দিয়ে যে মার মারো—ব্যথা তাহার বুঝতে নারি।
লাঠির আঘাত সারবে জানি দুদিন কিবা ছ'দিন পরে,
কলম দিয়ে কর আঘাত—সারবে না সে গেলেও গোরে।

জানিনে ও ছাতার কলম কি দিয়ে বা লও গড়িয়ে,
খোদার কলম রদ করেছো ওরই একটি আঁচড় দিয়ে।
মাঠে মাঠে জমি মোদের খোদ জমীদার খোদার লেখায়,
আলের, পরে আল গাঁথিয়া, সীমানা তার যায় দেখা যায়।
তোমরা লেখ কাগজে আল সীমানা তার বুঝতে নারি ;
খোদার দেওয়া খাস মহালের তারি মায়ায় দখল ছাড়ি।'
সেই কলমের খোরাক দিতে মাঠে মাঠে লাঙল ঠেলি,
মাটি খুঁড়ে যে সোনা পাই—চরণতলে দেই যে মেলি।
তবু তাহার মেটে না ভুখ—ইচ্ছে করে দন্তে পিষে
কলম গুলো দিই জ্বালিয়ে জাহান্নামের আগুন-শীষে।
আমরা মাঠের মুক্ত শিশু — ভয় করিনা ঝঞ্ঝা-বাদল,
জাহান্নামের মতন জ্বলা চৈত্র-রোদে বাজাই লাঙল।
সুনো মাঠও মন্ত্র শুনে দোলায় তরুণ তৃণের আঁচল,
কচি গায়ে পুলক দিতে কাজলী মেঘও হয়রে সজল।
বর্ষা বুকে ভাসাই মোরা সবুজ ধানের মাদুর খানি
ছল ছল জলের উপর অন্ন মায়ের আসন টানি।
বাঁশীর সুরে শরৎ-চাঁদের কুচি কুচি সোণার হাসি
কাঁচা ধানের পাতায় পাতায় মেল্‌তে পারি রাশি রাশি!
মাঠে যে ধান ধরেই না'ক, পারি সে ধান ভর্‌তে ডোলে,
একটি কেবল জানিনে — ওই কলম ধরে সে কোন্ ফলে।
ঝড় এসে ঘর উড়িয়ে নিলে ঝড়েই ঘরে দেই যে ছানি
ভয় করিনে বৃষ্টি শীলা—শীরালীদের মন্ত্র জানি।
ভয় করিনে হাঙর কুমুর—দেবতা আছে খোয়াজ খিজির
বনের বাঘেও ভয় করিনে গাজী মাদার হাঁক্‌ছে জিকীর।
ভয় শুধু ওই কলমটারে, আঘাত তাহার গায় না লাগে
শেলের মত বক্ষ খানির ব্যথার জাগায় ভীষণ দাগে।
মেনা শেখের হাজার লাঠি ভাঙতে পারে সবার মাথা,
কি দিয়ে ওই গড়ছ কলম হাজার মারেও ভাঙে না তা

বোশেখ শেষের মাঠ

বোশেখ শেষে বালুচরে বোরো ধানের থান
সোনায় সোনা মিলিয়ে দিয়ে নিয়েছে কেড়ে প্রাণ।
বসন্ত সে বিদায় বেলায় বুকের আঁচলখানি
গেঁয়ো নদীর দু'পাশ দিয়ে রেখায় দেছে টানি।
চৈত্র দিনের বিধবা চরের সাদা থানের পরে
নতুন বরষ ছড়িয়ে দিল সবুজ থরে থরে।
না জানি কোন গেঁয়ো তাতী গাঙ্গে চলিবার ছলে
জল-ছোঁয়া তার শাড়ীর পানে পাও ধুয়ে যায় চলে।
মধ্য চরে আউস ধানের সবুজ পারাবার
নদীর ধারে বোরো ধানের দোলে সোনার পাড়।
চৈত্র দিনের বৈরাগিণী সবুজ আঁচল বসনে
মুখ খানিরে আব্‌ছা ঢেকে সাজ্‌ল বিয়ের কনে।
মাথায় তাহার বক-শিশুরা মেলিয়ে কোমল ডানা
সাদা সাদা মেঘের মত উড়ায় চাদর খানা।
গেঁয়ো পথে চলতে আজি অনেক মায়া লাগে,
বুকের পরে' পা দিলে ধান জড়িয়ে ধরে তাকে।

অমন সবুজ অমন কোমল মাটির সাথে মিশে
কে পার ভাই চলতে তারে পায়ের তলে পিষে।
হাটে যাওয়ার পথটিত ভাই অনেক হল ঘোর
কাজল-তলার ওপাশ দিয়ে দিগনগরের মোড়।
তার পরেতে হালট্ গেছে একটু আঁকা-বাঁকা
গরুর গায়ে খুরে খুরে ছবির মত আঁকা।
সে খান দিয়ে চলতে চাষী সকল কথা ভোলে
বন্ধু ভাইএর কাঁধটি ধরে ধানের কথা তোলে।
সাত পুরুষেও এমন ফসল দেখিনি কেউ চোখে
মেঘ যেন কেউ বিছিয়ে দেছে তাদের গেঁয়ো চকে।
চাষীর মুখে তারিফ শুনে ধান শিশুরা তাই
হেলে দুলে লাজে আকুল নাই লুকাবার ঠাঁই।
আকাশ ছিল সুনীল যখন ছিল না মেঘ লেখা,
তখন চাষী শুক্‌নো মাঠে দিয়ে লাঙ্গল-রেখা ;
আকাশের ওই দেবতা সাথে পেতেই যেন আড়ি
ধূলা ধূলা ধূল চোতের ধূলায় ধানকে দিল ছাড়ি।
তারা যেন সৈন্য তাহার পাতাল-পাথার ফাঁড়ি
আনল অথই মেঘের বাহার সবুজ স্নেহে কাড়ি।
আকাশ হতে নামলনা মেঘ পাতাল হতে আনি
সারা মাঠের বুকের পরে হর্ষে দিল টানি'।
দেবতা যেন হারার ভয়ে সুনীল আকাশ মেঘে
চাষার সবুজ ক্ষেতের মাথে বর্ষে থেকে থেকে।
ওগো চাষী গাঁয়ের চাষী সেলাম তোমার পায়
বাড়ী তোমার উজানচরে কিম্বা গফর গাঁয় ;
ম্যালেরীয়ায় মরছ তুমি রুগ্ন জবু থবু
সারাটি দিন মরছ খেটে পাওনা খেতে তবু।
লক্ষ টাকা দেশকে দিয়ে হয়নি তোমার নাম
দেশের তরে প্রাণ দেবে কি ? নয় সে তোমার কাম।

একলা যে কোন্ বনের ধারে নাম-নাজানা গাঁয়
সারাটা দিন রৌদ্রে পুড়ে সাজাও মেঠো মায়।
সব দুনিয়ার খোরাক জোগাও নিজেই থেকে ভুক
অভাগারা তাও বোঝোনা এইটে বড় দুখ।
খোদার ছোট যদিও তুমি, অনেক ছোট নয়
সৃষ্টি করার চাইতে পালন তুচ্ছ কেবা কয়।
আমার গেঁয়ো মাঠটি আমার মক্কা হেন স্থান
সাধ করে আজ লুটিয়ে সেথা জুড়াই সকল প্রাণ

Printed by M. Ahmed Ali, Jagaran Press Pillkhana, Dacca.